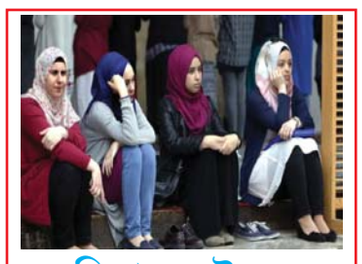

হিজাব ও ঈদের ছুটিতে কোপ এবার তাজিকিস্তানে

সারে-জমিন

ভাঙনের আশঙ্কায় রাত জাগা শুরু ভূতনি চরে

রূপসী বাংলা

চলমান শিক্ষাব্যবস্থা ও একটি আস্তাবলের গল্প

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার ৭৭ বছরেও গ্রামে কাঁচা রাস্তা পাকা হয়নি

সাধারণ

আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে শুরু ভারতের সুপার এইট

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২২ জুন, ২০২৪
৯ আষাঢ় ১৪৩১
১৫ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 167 ■ Daily APONZONE ■ 22 June 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অধীর

আপনজন ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে দলের খারাপ পারফরম্যান্সের কারণ পর্যালোচনা করতে শুক্রবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠকের পর অধীর রঞ্জন চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

তবে তাঁর ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। তার স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে।

তার পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করে অধীর চৌধুরী বলেন, মল্লিকার্জুন খাড়্গে কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি হওয়ার পর থেকে কোনও রাজ্য সভাপতি ছিলেন না। এখন পূর্ণকালীন সভাপতি নিযুক্ত হলে আপনারা সবাই তা জানতে পারবেন।

ঘটনাচক্রে, কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম রাজ্য সচিবালয় নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৩৫ মিনিটের বৈঠকের একদিন পরেই এই ঘোষণা করলেন তিনি।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কেন্দ্রের পাঁচবারের লোকসভা সাংসদ অধীর চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেসের সেলিব্রিটি প্রার্থী তথা প্রাক্তন

ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হয়েছেন। তৃণমূলের সঙ্গে দলের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই হাইকমান্ডের সঙ্গে অধীর চৌধুরীর মতবিরোধের খবর শোনা যাচ্ছিল। সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে বরাবরই সোচ্চার অধীর চৌধুরী। লোকসভা ভোটের সময়ও মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছিল। প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে খবর, নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে দুটি নাম উঠে আসছে। একটি হল মালদহ-দক্ষিণ কেন্দ্রের বর্তমান লোকসভা সাংসদ, বাংলায় কংগ্রেসের একমাত্র লোকসভা সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী। আর অন্যজন হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় ১৪ বছর অধীরঞ্জন চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ সামলেছেন। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতাও ছিলেন অধীর। এর আগে মুর্শিদাবাদের জেলা সভাপতি পদেই ছিলেন তিনি।

হজে ভারতীয়দের মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ ও হিট স্ট্রোক: কেন্দ্র

আপনজন ডেস্ক: কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ, আগে থেকে বিদ্যমান দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, এমনকি তাপ প্রবাহে হিটস্ট্রোক এবছর হজে যাওয়া ভারতীয়দের মৃত্যুর কয়েকটি প্রধান কারণ। শুক্রবার প্রকাশিত একটি সরকারি প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। হজযাত্রার চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থার এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'হজ গ্রহণকারী হজযাত্রীরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হন, প্রাথমিকভাবে হজের গ্রীষ্মকালীন সময়, চরম তাপমাত্রা ৪৯-৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছানো এবং খোলা জায়গাসহ আবদ্ধ এলাকায় মানুষের ঘন জমায়েতের কারণে। গত দু'বছর ধরে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের জন্য ব্যাপক চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, এই বছরের হজ যাত্রার সময় কমপক্ষে ৯৮ জন ভারতীয় মারা গিয়েছেন। তাদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে প্রচণ্ড গরম, তা তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। গত বছর হজ চলাকালীন মোট ১৮৭ জন ভারতীয় মারা গিয়েছিলেন। সৌদি আরবে প্রচণ্ড গরমে চলতি বছর হজ পালন করতে গিয়ে সর্বমোট প্রায় এক হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "হজের সময় তাপজনিত ক্লান্তি এবং হিটস্ট্রোক প্রচলিত স্বাস্থ্য উদ্বেগ, যা প্রচণ্ড তাপমাত্রা এবং শারীরিকভাবে ধর্মীয় আচার-বিধি অনুষ্ঠানের কারণে আরও বেড়েছে। এতে আরও বলা হয়, পুণ্যার্থীরা প্রায়শই অপর্যাপ্তভাবে সীমিত ছায়াযুক্ত উন্মুক্ত অঞ্চলে ধর্মীয় আচার বিধি পালন করতে থাকেন। যার ফলে হিটস্ট্রোক এবং ডিহাইড্রেশনের মতো তাপজনিত অসুস্থতা দেখা দেয়। হজের সময় জনাকীর্ণ পরিস্থিতি ব্যাকটেরিয়া জাত রোগ এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ সহ সংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। তথ্য শেয়ার করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর ৭২ শতাংশ তীর্থযাত্রী শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন, তারপরে ১৪ শতাংশ ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন, যা শারীরিক পরিশ্রম এবং রুটিন পরিবর্তনের কারণে আরও খারাপ হয়। প্রতিবেদনে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে, হজের সময় মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, যা গত বছর প্রায় ছয় শতাংশ হাজিকে কার্ডিয়াক রোগে ভুগতে দেখা গেছে। গত বছর যেখানে চার শতাংশ হাজি গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল রোগে ভুগছিলেন, সেখানে এক শতাংশ চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব অপূর্ব চন্দ্র বলেন, এই বছর ভারত থেকে প্রায় ১,২০,০০০ তীর্থযাত্রী হজ করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ ৬০ বছরের বেশি বয়সি। তিনি বলেন, এ বছর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হজযাত্রীদের সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের (এনআইসি) সহায়তায় একটি লাইভ পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে যা হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা এবং প্রদত্ত পরিষেবাগুলির রিয়েল-টাইম ডেটা এবং বিশ্লেষণ সরবরাহ করে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব আরও বলেন, আমরা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করছি যা আমাদের পরিষেবাগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে সহায়তা করেছে। এটি অন্যান্য দেশের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠবে। সৌদি আরবে ভারতীয় হজযাত্রীদের জন্য একাধিক সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে নিয়ে বিস্তৃত স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া নিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, হজে হজযাত্রীদের সশরীরে উপস্থাপনা ইস্কেমিয়া বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যা সাধারণত হার্ট অ্যাটাক হিসাবে পরিচিত। অনেকে যদিও আগে থেকেই হৃদরোগের শিকার।

ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাতে রাজ্যকে নির্দেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে ঘরছাড়া মানুষদের ঘরে ফেরাতে ব্যবস্থা নিতে সরকারকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। যেখানে হিংসার অভিযোগ উঠেছে সেখানে পুলিশকে কড়া নজরদারি রাখতে এবং এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে হিংসার অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানির সময় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করে।

বেঞ্চ লিখিত আদেশে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে তার নির্দেশাবলি ঘোষণা করতে পারে যা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে। ২১ জুন পর্যন্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বুধবার আবেদনগুলির ফের শুনানি হবে।

রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতকে জানান, ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত ডিজিপির দফতর থেকে ই-মেলের মাধ্যমে মোট ৮৫৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে।

তিনি বলেন, এর মধ্যে ২০৪ টি

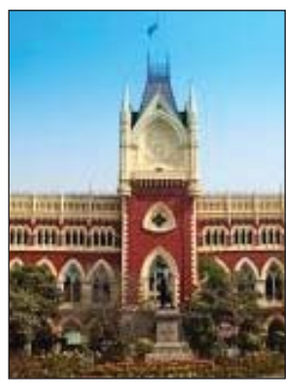

অভিযোগ আমলযোগ্য অপরাধ এবং এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। দত্ত জানান, নন-কগনিজেবল কেস সংক্রান্ত ১৭৫টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন, ২১৯টি ডুপ্লিকেট অভিযোগ, ২৬টি অসম্পূর্ণ এবং ১৪টি তদন্তাধীন রয়েছে। নির্বাচনের পরে রাজ্যে হিংসা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বলে পর্যবেক্ষণ করে আদালত বলেছে, এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন অব্যাহত রাখা অনিবার্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক কুমার চক্রবর্তী বলেছেন যে আদালত নির্দেশ দিলে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন অব্যাহত থাকবে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

বীরভূমের জেলাশাসকের দায়িত্বে ফের বিধান রায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলাকে যিনি হাতের তালুর মতো চেনেন।যিনি ইতিপূর্বে জেলা শাসকের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সরকারিভাবে অন্য পদে থেকেছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ জেলার উন্নয়নে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন তিনি হলেন বিধান রায়। বৃহস্পতিবার নবান্নের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয় সেখানে বীরভূমের জেলা শাসক হিসাবে বিধান রায় এর নাম ঘোষিত হয়। শুক্রবার বিকেলে সিউড়ির সার্কিট হাউসে এসে জেলা শাসকের দায়িত্বভার বুঝে নেন। উল্লেখ্য সদ্য লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণ বিধি চালু হওয়ার কিছুদিন আগেই বীরভূম জেলা শাসকের পদ থেকে পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক হিসেবে দায়িত্বভার দেয়া হয়। বীরভূম জেলা শাসকের জায়গায় দায়িত্বে আসেন পূর্নেন্দু মাজী। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নিতেই পুর্নেন্দু মাজীকে সরিয়ে শশাঙ্ক শেঠীকে জেলা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভোট পর্ব সমাধান হতেই পুনরায় বীরভূম জেলা শাসকের পদে নিযুক্ত হলেন বিধান রায়।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বিশ্বভারতীতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন শান্তিনিকেতনে, যোগাতে অংশগ্রহণ বিশ্বভারতীর উপাচার্যের।

একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। ২০১৪ সালে বিশ্বভারতীর আচার্য তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র সংঘ কে অনুরোধ জানান একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার। তারপর থেকেই একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

শুক্রবার শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহের উল্টোদিকে পুরনো মেলার মাঠে ১০ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করে বিশ্বভারতী। যোগাতে অংশগ্রহণ করে বিশ্বভারতীর পাঠভবনের খুদে ছাত্র-ছাত্রীরা। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, কর্মী, আধিকারিক এবং প্রাক্তনীরাও।

রাজস্ব না দেওয়ায় পাঁচটি ইটভাটা সিল করা হল লালগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বকেয়া ছিল সরকারি রাজস্ব। বারংবার ইটভাটার মালিকদের জানিয়েও তারা সরকারি রাজস্ব প্রদান করেনি। তাই পাঁচটি ইটভাটা সিল করলো লালগোলার ভূমি রাজস্ব দপ্তর। লালগোলা ব্লকে প্রায় ৪০ টি মতো ইঁটভাটা রয়েছে, যার মধ্যে ১৪ টি ইঁটভাটা প্রায় দু-তিন বছর থেকে ঠিকমতো রয়ালিটি বা সরকারি রাজস্ব প্রদান করেনি।

প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্বের পরিমাণ বকেয়া রয়েছে ভাটা মালিকদের কাছে। শুক্রবার লালগোলা ব্লকের ময়া, পন্ডিতপুর এলাকায় পাঁচটি ইটভাটা সিল করা হয়। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের লালবাগ মহকুমার ডেপুটি আধিকারিক, লালগোলা ব্লকের ভূমি আধিকারিক নিজে উপস্থিত থেকে পাঁচটি ইটভাটা সিল করেন। লালগোলা ব্লকের ভূমি দপ্তরের আধিকারিক আব্দুস সেলিম বলেন, 'যাদের রাজস্ব বাকি ছিল তাদের দু'বার নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছিল।

কিন্তু তারা বকেয়া রাজস্ব প্রদান না করাই আমরা পাঁচটি ইটভাটা সিল করলাম। আশা করছি বকেয়া থাকা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দ্রুত সরকারি খাতে জমা পড়বে।'

সাড়ম্বরে সূচনা গুড়াপ প্রথম বার্ষিক বইমেলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: গত বুধবার গুড়াপ রমণীকান্ত ইনস্টিটিউট এবং গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে আয়োজিত ১৯-২২ জুন চারদিনের বইমেলার ঘন্টা ধ্বনিতে শুভ উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রফেসর ড. সুরঞ্জন মিদ্দে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গল্পকার সেখ আব্দুল মান্নান । গুড়াপ চক্রের স্কুল পরিদর্শক গৌরব মিশ্রের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয় ইনস্টিটিউটের ছাত্রী স্নেহা ঘোষালের পরিবেশিত ' সবারে করি আহ্বান...' সংগীত দিয়ে।মেলা প্রাঙ্গণে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ক্লাসের উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বইমেলার তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহীতোষ চন্দ।

আলোচনা সভার মুখ্য অতিথি উদ্বোধক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে বইমেলার অন্যতম আয়োজক গুড়াপ রমণীকান্ত ইনস্টিটিউটের এহেন উদ্যোগে মুগ্ধ হয়ে বলেন ইনস্টিটিউটের উজ্জ্বল দৃষ্টির ছাত্রছাত্রীরাই এই মেলার ফসল। তিনি মেলায় অংশগ্রহণকারী কলকাতার একাধিক বই প্রকাশকদের অনুরোধ করেন যেন তারা যতটা বেশি সম্ভব ছাড় দিয়ে বই বিক্রি করার ব্যবস্থা করে। যাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা বই কিনতে পারে।

বিশেষ অতিথি গল্পকার আব্দুল মান্নান বলেন, ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসের মতোই মেধা ও বৌদ্ধিক চেতনার মক্কা বইমেলা। মোবাইল সর্বস্ব যুগে তিনি ছাত্রছাত্রীদের মোবাইলের বদলে বইকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে বলেন। তিনি আরও বলেন ছাত্রছাত্রীরা যেন ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিদিন একটু একটু বাংলা গল্প কবিতা পড়া অভ্যেস করে।

উদ্যোক্তাদের তরফে স্থানীয় সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক তথা বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক জারিফুল হক তাঁর বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের পাঠাগার মুখি হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি মোবাইলের জমানায় ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে বইপত্র কিনতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন ইবুক এখনও বইয়ের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি, তাই বইই হোক ছাত্রছাত্রীদের পরম বন্ধু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সমৃদ্ধ গুড়াপ প্রথম বার্ষিক বইমেলার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের তরফে সংগীত পরিবেশন করে ছাত্রী রাজন্যা ঘোষ এবং সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করে সাদিয়া সুলতানা ও বিদ্যার্থী বিশ্বাস। সমগ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষিকা জয়শ্রী ধলে।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংর্বধনা

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বিশ্বখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া ব্লকের তিনজন কৃতি সন্তান। তিনজনের নাম যথাক্রমে জুয়িলাশ সেখ, মেহের চাঁদ ও আব্দুর রহমান। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাদের পরিবার সহ এলাকার সকল মানুষের মধ্যে বইছে খুশির জোয়ার।

পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটি কাটাতে তিনজনই বাড়িতে এসেছে। বৃহস্পতিবার হরিহরপাড়া ব্লকের অন্যতম সেচ্ছাসেবী সংগঠন "রুকুন পুর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার

ফাউন্ডেশন" এর পক্ষ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ফুলের তোড়া, পাঞ্জাবি- পায়জামা, আতর, সুরম, মেশওয়ক ও রুমাল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মুফতি যায়দুল সেখ, সেক্রেটারি হাফেজ ওবাইদুর রহমান, আল কেরাত কলা ডাঙা সোসাইটির সহ সম্পাদক মুফতী আজমারুল সেখ প্রমুখ। অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস বলেন "রুকুন পুর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন" ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থেকে শুরু করে দুঃস্থ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে যেভাবে কাজকর্ম করছে তা সত্যিই খুব প্রশংসা যোগ্য।

সোনারপুরে বহু জায়গায় বেআইনি নির্মাণ, দেখতে হবে পরিবেশ দফতরকে: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আমাদের আসেসমেন্ট নিয়ে একটা বৈঠক করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে বাড়ির কোনো মালিকানা নেই সেটা সরকারের সম্পত্তি। একটা অসাধু চক্র সরকারি জমি কে দখল করছে। যত জমি আছে তার অ্যাসেমেন্ট কলকাতা পৌর সংস্থার নামে রাখতে হবে। কলকাতা মধ্যে যাতে সরকারি সম্পত্তি লুট না হয় তার জন্য প্রয়াস করা হচ্ছে। শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সরকারি জমি দখল নিয়ে বৃহস্পতিবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই শুক্রবার তৎপর হয় কলকাতা পৌরসভা। মেয়র বলেন, সরকারি জমি যদি একটা বেসরকারি সংস্থাকে হস্তান্তর করা হলে কি হবে। তার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি আলাদা ভাবে অ্যাসেসমেন্ট অফ ইউনিট এরিয়া করা হবে। আর একটা সমস্যা হচ্ছে রুফ রাইট নিয়ে। আগে ছাদকে ফাঁকা রাখা হত। এখন ছাদ বিক্রি করার একটা প্রবণতা বাড়ছে। হাই কোর্ট বলল যে হুক্কা বার রাখা যাবে। আমরা পক্ষ থেকে একটা সমীক্ষা চালিয়ে এই ধরনের বেআইনি হলে ভেঙে দেওয়া হবে। ছাদ হচ্ছে সবার জন্য। তাই আমরা চেষ্টা করছি। কারণ স্টিফেন কোর্টের ঘটনা শুধু ছাদ বন্ধ থাকার জন্য হয়েছিল। ছাদ যদি আপৎকালীন ব্যাবহার না করা হয়,তাহলে মানুষ কোথায় যাবে বলে প্রশ্ন তোলেন মেয়র। আমার কাছে উত্তর নেই আমি কোথায় লাইসেন্স আছে কি না সেটা খুঁটিয়ে দেখতে বলেছি। আমি KEIP কে বলেছি অবিলম্বে কাজ করতে হবে নাহলে বলব বাড়ি যান। সময় মত কাজ শেষ করতে হবে। তাঁতিয়া ব্ল্যাকলিস্ট হয়ে গেছে। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ হচ্ছে সেটা নিয়ে বৈঠক ও করেছি। ছোট কাজ ভেঙে করতে হবে যাতে স্থানীয় কন্ট্রাক্টর রা কাজ পায়। নাহলে আমরা লোন নেব না। জলের অভাব সেই রকম নেই একসময় জলের অভাব আছে । অনেক টা ঠিক হয়েছে। আমরা জলের ক্ষমতা বাড়ানো চেষ্টা করছি। এক থেকে ১০০ টা ওয়ার্ডে জমি সংস্কারের আওতায় নেই। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এটা নিয়ে সমর্থন করছেন। নবান্ন হাই পাওয়ার কমিটি নিয়ে মেয়র বলেন যে ,আমরা হকার নিয়ে সহানুভূতিশীল কিন্তু যত্রতত্র বসে জায়গায় কে নোংরা করব । সেটা হবে না। কারণ ফুটপাত দখল করে রাখলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা থাকবে না। বেলাগাম থাকবে না হকাররা। রাস্তার উপরে একটা বেআইনি গোডাউন হয়ে গেছে। ১০৯ রাজপুর সোনারপুর অনেক জায়গায় বেআইনি নির্মাণ হয়ে যাচ্ছে। এই জমি পরিবেশ দফতরের অধীনে রয়েছে। সব কটা জমি কলকাতা পৌর সংস্থার অধীনে নয়। এটা প্রশাসন পুলিশ এবং পরিবেশ দফতর কে দেখতে হবে। আমরা অনেক গুলি জমি উদ্ধার করে নিয়েছি বলে জানান মেয়র। অনেকে পুরসভায় ভ্যাটে নোংরা ফেলছে না। তাঁরা ভাগার তৈরি করে ফেলছে। এই সমস্যা অনেক জায়গায় হচ্ছে। আমাদের ধাপা রয়েছে। কিন্তু অন্য পৌর সংস্থার গুলিতে নোংরা ফেলার জন্য জমি নেই বলে জানান মেয়র। জমি খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে তার পাশের জমি কেউ না কেউ কিনে নিচ্ছে। আর বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা করছে। মেয়র আরো জানান,একমাস করে শিয়ালদহ সেতু সংস্কারের কাজ পুজোর আগে এবং পুজোর পরে করব তার জন্য একমাস দোকান বন্ধ রাখতে হবে নাহলে আমরা কাজ করব কি করে। আমাদের শিয়ালদহ সেতুকে সংস্কার করার জন্য বন্ধ রাখতেই হবে। শিয়ালদহ এত বড় জায়গা নয়। বিদ্যাপতি সেতু সংস্কারের কাজ অনেক দিন চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনটে ভাগে কাজ করলেই আমাদের শিয়ালদহ সেতু কাজ সম্পূর্ন করার কাজ হবে বলে জানান মেয়র। শিয়ালদহ সেতুর উপর ট্রাম লাইন সারিয়ে দেওয়া হবে। আদালতে মামলা রয়েছে। আমরা কাউন্সিলর মানুষের সেবক। আমরা মানুষকে পরিষেবা দেব। মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে বলেই আমি কাউন্সিলর। মানুষ পরিষেবা পেতে ভোট দিয়েছে। তাই কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করেছি। আমি মেজাজ হারাব সেটা কাম্য নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সেচের পাম্পে জল খেতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ছাত্র

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সেচের জলের জন্য থাকা পাম্পে জল পান করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত এক কলেজ ছাত্র । চাষের কাজ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পানীয় জল পান করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল এক কলেজ ছাত্রের। আজ সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার খড়গপুর গ্রামে। মৃত কলেজ ছাত্রের নাম আবু কালাম মল্লিক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে কোতুলপুর থানার খড়গপুর গ্রামের কলেজ ছাত্র আবু কালাম মল্লিক গ্রাম লাগোয়া জমিতে চাষের কাজ করছিলেন। চাষের কাজের সময় ক্লান্ত হয়ে স্থানীয় বিদ্যুৎ চালিত একটি গভীর নলকূপে জল খেতে যান ওই যুবক। সেখানেই বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হন ওই যুবক। স্থানীয়রা যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

ভাঙনের আশঙ্কায় ফের রাত জাগা শুরু ভূতনি চরের বাসিন্দাদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আবারো রাত জাগা শুরু মালদার মানিকচকের ভূতনি চর গঙ্গা তীরবর্তী দুর্গত পরিবারগুলির।

জলস্তর বাড়তেই মরশুমেই প্রথম ভাঙনের জেরে আতঙ্কে স্থানীয়রা। জানা গেছে,বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তর চন্ডিপুরের কেশরপুর ও কোশি শাখা নদীর সংযোগস্থলে ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙনের তোরে তোলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা।

আনুমানিক ৫০০ মিটার জুড়ে ভাঙন চলছে বলে খবর। তোলিয়ে যাচ্ছে কৃষিজমি। ইতিমধ্যে আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ।

অন্যদিকে,দুই বছর আগে কেটে যাওয়া বাঁধ সংস্কার না হওয়ায় বন্যার আতঙ্কে ভুগছেন ভুতনির তিনটি অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ। এই অবস্থায় স্থানীয় দুর্গত মানুষের দাবি অবিলম্বে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কেটে যাওয়া বাঁধের সংস্কার করতে হবে। ভুতনিতে গঙ্গার প্রবেশপথে উত্তর চন্ডিপুরের কেশরপুর এলাকায় গঙ্গা এবং কোশি শাখা নদী বের হয়ে দুই কিলোমিটার দূরে ফুলহার নদীতে পড়েছে।

এখানে প্রায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে ভাঙন রোধের কাজ হয়েছিল।

সেই কাজের একাংশ ভাঙনে তলিয়ে গেছে। এমনটাই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা সীতারামের বক্তব্য, আমরা আগে থেকেই বলে আসছি। এখানে ভাঙন রোধের যে কাজ হচ্ছে তা নিম্নমানের। এই কাজ করে ভাঙন আটকানো সম্ভব না।

পিয়ালী নদীর চরে মৃত কুমির, চাঞ্চল্য

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: প্রতিদিনের মতো বারুইপুর রেঞ্জের পিয়ালী বিটের কর্মীরা পিয়ালী নদী বাঁধ বরাবর ম্যানগ্রোভ এর জঙ্গল চেক করতে যাবার পথে বালাহারানিয়া নদীর চড়ে তারা দেখতে পান একটি বিশাল আকার মৃত কুমির। সাথে সাথে তারা বিষয়টি বারুইপুর রেঞ্জার শিবানন্দ জোয়ারদার কে জানান পিয়ালী বিটের বড়বাবু আবু জাফর মোল্লা। তড়িঘড়ি কুমিরটি কে তারা উদ্ধার করার ব্যবস্থাও করেন। পিয়ালী বীট থেকে কুমিরটিকে নিয়ে আসা হয় কুলতলি ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য দপ্তর জামতলায়। ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক বাসুদেব দত্ত ও ডক্টর শোভন বিশ্বাস জানান পিয়ালী বনদপ্তরের কর্মীরা একটি আট ফুটের মৃত মহিলা কুমির ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসে আমাদের এই দপ্তরে। আমরা তার ময়না তদন্ত ও করি।আমাদের প্রাথমিক ধারণা কোন আঘাতের চিহ্ন তার গায়ে ছিলনা । কিভাবে ওই কুমিরটির মৃত্যু হয়েছে তা ময়না তদন্তের পরে পরিষ্কার জানা যাবে। এই মৃত কুমিরটি কিভাবে এখানে দেখা মিলল তা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারারদের মধ্যে চলছে কানাঘুষো।

কুলতলীর পিয়ালী বনবিভাগ এর বড়বাবু আবুজাফর মোল্লার কোথায় আমরাও বুঝতে পারছি না যে কুমিরটি কিভাবে মারা গেল।

এলাকায় এই মৃত কুমিরটি নিয়ে চলছে কানাঘুষো যতক্ষণ না ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তার জট পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যাক সময় বলবে কুমিরটির মৃত্যু কিভাবে হল।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় জখম এক পরিবারের ৪ সদস্য বাড়ি ফিরলেন সুস্থ হয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন দুর্ঘটনায় জখম বৈষ্ণবনগরের একই পরিবারের ৪ সদস্য। উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে শুক্রবার তাঁরা বাড়ি ফিরে আসেন। রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দল অ্যাম্বুলেন্সে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। যদিও এখনও পুরোপুরি তাঁরা সুস্থ নয়। কিছুদিন সময় লাগবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকেরা। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ভিড় জমে যায় স্থানীয়দের। তাঁদের বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে ছুটে আসেন কালিয়াচক-৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত সিকদার। আহত পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। যদিও এখনও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারেননি জখম সদস্যরা। মৃত্যুকে তাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দিন কয়েক অতিক্রম করলেও অভিশপ্ত সেই দিনের ঘটনা এখনও টাটকা তাঁদের কাছে। ঘটনার পর থেকেই আহতদের ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন কালিয়াচক-৩ ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবাহাদুরপুরের গোবিন্দ হালদার পাড়ার বাসিন্দারা। এদিন পরিবার-সহ গ্রামে ফিরে আসতেই তাঁদের ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীরা। অভিশপ্ত সেই দিনের কথা শোনার জন্য উদ্বিগ্ন গ্রামবাসী ভিড় জমান তাঁদের বাড়িতে। আহতরা হলেন ইন্দ্রজিত মণ্ডল(৩৭), তাঁর স্ত্রী পুতুল মণ্ডল(৩২), ছেলে শিবা মণ্ডল(৭) এবং মেয়ে সৃষ্টি মণ্ডল(৪)।

দুর্ঘটনার পর তাঁদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় উত্তরবঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাঁরা।

জলপাইগুড়ি রোড এলাকায় এক আশ্রমে পূজা পাঠ ও দীক্ষা নিয়ে দুদিন কাটিয়ে গত সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘায় বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। সরাসরি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে বিপর্যয় মোকাবেলা বিভাগের দল অ্যাম্বুলেন্সে করে গোবিন্দ হালদার পাড়ায় গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। গ্রামবাসী ও আত্মীয়দের মধ্যে মেনকা মণ্ডল, কনকলতা মণ্ডলরা জানান, 'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল ওরা। আমরা সারাক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম। আজ খুব খুশির দিন, ওরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে।' জখম ইন্দ্রজিত জানান, 'আমরা ট্রেনের পেছনের সাধারণ কামরায় ছিলাম। আমরা বসে থাকার সময় তীব্র ঝাঁকুনি লাগে, প্রথম অবস্থায় আমরা ট্রেনের ব্রেক কষার কথা ভাবি। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে দেখি বগিটা পাল্টি খেয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। মুচড়ে যায় । তারপর পরিবারের সব ছিটককে যাই আমরা।' এদিন তাঁদের বাড়ি পৌঁছনোর কিছুক্ষণে মধ্যে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে যান বিডিও সুকান্ত শিকদার। পরিবারের হাতে চাল, ডাল, চিনি, তেল থেকে হরলিক্স, পোশাক থেকে একগুচ্ছ সামগ্রী তুলে দেন তিনি। ভিডিও জানান, 'আমরা দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই যোগাযোগ করি। পরিবারের ৪ সদস্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ছিলেন। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে আজ বাড়ি ফিরলেন। নিয়মিত পরিবারের সাথে যোগাযোগ রেখেছি।

কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ব্লক প্রশাসনের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ব্লক প্রশাসনের তরফে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ফুলের তোড়া, মোমেন্ট, বই ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপারেও খোঁজ নেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লক প্রশাসনের তরফে এ বছরের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। পাশাপাশি মাদ্রাসা বোর্ডের অন্তর্গত মাধ্যমিক এবং আলিম-ফাজিলে ভালো ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে এদিন ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি সরকার, গঙ্গারামপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল,গঙ্গারামপুর ব্লকের সমিতি এডুকেশন অফিসার মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি রঞ্জন প্রামাণিক সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্পিতা ঘোষাল জানান, এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হল। আমরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করি। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর ব্লকের সমিতি এডুকেশন অফিসার মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল জানান, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা বোর্ড এর পরীক্ষায় যে সমস্ত ছাত্র ও ছাত্রীরা ব্লক ও পুরসভার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।"

প্রথম নজর

উমরাহর ই-ভিসা দেওয়া শুরু করেছে সৌদি আরব

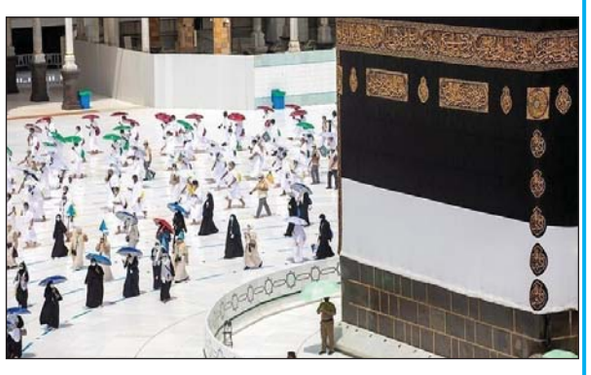

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র হজ শেষে উমরাহর জন্য ইলেকট্রনিক বা ই-ভিসা ইস্যু করা শুরু করেছে সৌদি আরব।

সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার এ খবর জানিয়েছে গালফ নিউজ।

গালফ নিউজ জানায়, 'নুসুক' অ্যাপের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভিসার জন্য আবেদন করা যাবে। উমরাহর জন্য মুসল্লিরা ১৯ জুলাই থেকে দেশটিতে যেতে পারবেন।

এছাড়া 'নুসুক' অ্যাপের মাধ্যমে মুসল্লিরা পছন্দ অনুযায়ী বাড়ি বা বাসস্থান বেছে নেয়া, যোগাযোগ সেবার পাশাপাশি বিস্তৃত তথ্যের ভাণ্ডারেও প্রবেশ করতে পারেন। সহজেই যেন বিশ্বের সব মানুষ পছন্দ অনুযায়ী প্যাকেজ বেছে নিতে পারেন এবং সাবলীলভাবে চলাচল করতে পারেন সে জন্য অ্যাপটিতে বেশ কয়েকটি ভাষাও যুক্ত করা আছে।

সৌদিতে হজযাত্রীদের প্রাণহানি ১০০০ ছাড়াল

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে পবিত্র হজ পালনের সময় তীব্র তাপদাহ ও অসহনীয় গরমে মারা যাওয়া হজযাত্রীদের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে। এ হজযাত্রীদের অর্ধেকেরও বেশি অনিবন্ধিত ছিলেন। খবর এএফপির।

বৃহস্পতিবার সৌদির সরকারি প্রশাসন, মক্কার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের তথ্য সহায়তার ভিত্তিতে মৃত হজযাত্রীদের সংখ্যাগত ঐ টালি করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

এএফপি জানায়, হজ পালনের সময় নিহতদের তালিকায় বৃহস্পতিবার নতুন করে মিসরের আরো ৫৮ হজযাত্রীর নাম যুক্ত হয়েছে।

এদিকে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের একজন কূটনীতিক এএফপিকে বলেন, হজ পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারানো সহস্রাধিক হজযাত্রীর মধ্যে কেবল মিসরেরই নাগরিক আছেন ৬৫৮ জন।

তিনি বলেন, সৌদিতে মারা যাওয়া মিসরীয়দের প্রায় ৬৩০ জনই অবৈধভাবে হজ করতে গিয়েছিলেন। যে কারণে তারা প্রখর তাপপ্রবাহ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতে যাত্রীদের জন্য যেসব সুবিধা ও পরিষেবা বরাদ্দ করেছে সৌদির সরকার, সেসব থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। অবৈধভাবে সৌদিতে প্রবেশ করা এ যাত্রীরা এমনকি থাকা, খাওয়া এবং এয়ার কন্ডিশন সুবিধাও পাচ্ছেন না।

চলতি বছর হজ শুরু হয়েছে গত ১৪ জুন থেকে। সৌদির আবহাওয়া দফতরের তথ্যানুযায়ী, গত এক সপ্তাহ ধরে মক্কার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। বুধবারও মক্কার তাপমাত্রা ছিল ৫১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে মিসরের বাইরে জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, সেনেগাল, তিউনিসিয়া, বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকরাও রয়েছেন মৃত হজযাত্রীদের তালিকায়। সরকারি তথ্যানুযায়ী, এবার হজ করতে মক্কায় গিয়ে মারা গেছেন ২৭ জন বাংলাদেশি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১৮ লাখ হজযাত্রী এবার হজ করতে সৌদি গেছেন। বিদেশি হজযাত্রীদের অনেকেই মক্কার তীব্র গরমে অভ্যস্ত নন। এছাড়া এই হজযাত্রীদের মধ্যে এমন হাজার হাজার যাত্রী রয়েছেন, যারা বিধি মেনে সৌদিতে আসেননি। যেসব হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তাদের একটি বড় অংশই অবৈধভাবে সৌদিতে প্রবেশ করেছিলেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসন।

হিজাব ও ঈদের ছুটিতে কোপ এবার তাজিকিস্তানে

আপনজন ডেস্ক: নারীদের হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান দুই ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহায় স্কুল-কলেজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাতিল করে বিল পাস করেছে মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তাজিকিস্তান।

বৃহস্পতিবার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশটির পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ মজলিশি মিলিতে পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে বিলটি পাস হয়।

এর আগে গত ৮ মে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ মজলিশি নামোইয়ানদাগনে পাস হয়েছিল বিলটি।

বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টের বিলটি পাসের পর এক মসলিশি মিলির প্রেস সেন্টার থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হিজাব বা এই জাতীয় মস্তকাবরণের পরিধানের সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি হয়েছে। এটি তাজিকিস্তানের নিজস্ব সংস্কৃতি নয়। তাছাড়া এই পোশাকটির সঙ্গে কট্টরপন্থার সম্পর্ক রয়েছে।'

কেউ যদি আইন অমান্য করে, তাহলে শাস্তি হিসেবে মোটা অঙ্কের জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে বিলটিতে।

২০০৭ সাল থেকে হিজাব, ইসলামি ও পশ্চিমা পোশাকের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু হয় তাজিকিস্তানে। তার পরের বছরগুলোতে হিজাবের ওপর একপ্রকার অলিখিত নিষেধাজ্ঞা কাজ করছিল দেশটিতে। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ে কমিটি পর্যন্ত করেছিলেন।

মূলত তাজিকিস্তানের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পোষাকরীতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালে তাজিকিস্তানের জাতীয় দিবসে সরকাররের পক্ষ থেকে দেশটির নারীদের মোবাইলে হিজাব এবং পশ্চিমা পোশাক পরিহার করে তাজিকিস্তানের নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক পরার আহ্বানও জানানো হয়েছিল।

৩১ বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিল কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে গ্রেফতার হওয়া বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর নামে করা অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জুন) ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয় ৩১ শিক্ষার্থী ও বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ তুলে নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল অবৈধভাবে দখলে নিয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধের অভিযোগ আনা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে।

গত এপ্রিলের মাঝামাঝি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধে। এরপর ধীরে ধীরে তা পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। ওই মাসের শেষ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামিল্টন হল দখল করেন বিক্ষোভকারীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের হল ও ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশ দেয়। এরপরও বিক্ষোভকারীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ না করায় হ্যামিল্টন হলের ভেতর পুলিশকে অভিযান চালানোর অনুমতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গত ৩০ এপ্রিল পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪৬ বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করে। গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের ৩১ জনের বিরুদ্ধে আনা সব ধরনের অভিযোগ তুলে নেয়া হয়।

গ্রেফতার হওয়া শিক্ষার্থীদের কেউ-ই আগে কোনো ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলে জানিয়েছে ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয়। তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেও জানানো হয়েছে। যদিও এসব শিক্ষার্থীর সবাইকেই নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অব্যাহতি ও বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়।

ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয় গতকাল আদালতকে জানায়, উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় ৩১ বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে আনা সব ধরনের অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া আগামী ছয় মাসের মধ্যে গ্রেফতার না এড়ালে আরও ১৪ জনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগও উঠিয়ে নেয়া হবে।

তবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ওই ১৪ জন। ফলে আগামী ২৫ জুলাই তাদের আদালতে উপস্থিত হতে হবে। তবে জেমস কার্লোস নামের বাকি একজনের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ রয়েছে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় হামাস। এ সময় প্রায় ১ হাজার ২০০ বেসামরিক ইসরায়েলি নিহত হন। গাজায় বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় ২৫৩ জনকে। এর জবাবে গাজায় পুরোদমে আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েল। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় এ পর্যন্ত ৩৭ হাজার ৩৯০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশই নারী-শিশু ও বেসামরিক নাগরিক। গাজায় ইসারায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ক্যাম্পাসগুলো।

গাজায় স্থল অভিযানে আরো ২ ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু, মোট নিহত ৩১৪

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার কেন্দ্রে অবস্থিত গাজা সিটিতে হামাসের মর্টার হামলায় দুই ইসরায়েলি দখলদার সেনা নিহত হয়েছেন। যার ফলে গাজায় চলমান সংঘাতে নিহত ইসরায়েলি সেনার সংখ্যা বেড়ে ৩১৪ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জুন) এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ)।

এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, বর্তমানের গাজার দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে দখলদার বাহিনী। তাদের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত মোট ৩৭ হাজার ৪৩১ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৮৫ হাজার ৬৫৩ জন। নিহতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

এদিকে ইসরায়েলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এতে তিনি ইসরায়েলি নেতাদের লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে উত্তেজনা এড়াতে বলেছেন।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জাচি হ্যানেগবি ও ইসরায়েলের কৌশলগতবিষয়ক মন্ত্রী রন ডারমারের সঙ্গে বৈঠকের সময় ব্লিঙ্কেন এই মন্তব্য করেছেন।

ইসরায়েলের 'বিরতি' ত্রাণ সরবরাহে কোনো প্রভাব ফেলেনি : ডাব্লিউএইচও

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা শুক্রবার বলেছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ত্রাণ প্রবাহের সুবিধার্থে গাজায় যে সামরিক 'বিরতি' ঘোষণা করেছিল তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ত্রাণ সরবরাহের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি।

ফিলিস্তিনি অঞ্চলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) প্রতিনিধি রিচার্ড পিপারকর্ন বলেন, 'কৌশলগত বিরতির একতরফা ঘোষণা'র পর থেকে সামগ্রিকভাবে জাতিসংঘ ত্রাণ সরবরাহে কোনো প্রভাব দেখেনি। তিনি আরো বলেন, 'এটাই সামগ্রিক মূল্যায়ন।'

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সপ্তাহান্তে রাফা শহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দৈনিক মানবিক 'বিরতি' ঘোষণা করেছিল।

কিন্তু জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র কয়েক দিন পর বললেন, ঘোষণার পরও সহায়তার আশায় থাকা মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছনো বৃদ্ধি পায়নি।

ইসরায়েলে ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার কারণে আট মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ চলছে। এতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘ বারবার দুর্ভিক্ষের সতর্কবার্তা দিয়েছে।

ইসরায়েলের সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, হামাসের হামলায় এক হাজার ১৯৪ জন নিহত হয়েছে। পাশাপাশি যোদ্ধারা অনেককে জিম্মিও করেছে, যাদের মধ্যে ১১৬ জন এখনো গাজায় রয়েছে। তবে সেনাবাহিনী ৪১ জন জিম্মির মৃত্যুর কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে গাজায় ইসরায়েলের চলমান প্রতিশোধমূলক আক্রমণে কমপক্ষে ৩৭ হাজার ৪৩১ জন নিহত হয়েছে বলে হামাস শাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

দুই পক্ষের নিহতদের অধিকাংশই বেসামরিক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এবার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিলো আরো একটি দেশ

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনকে 'স্বাধীন রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে পূর্ব ইউরোপের দেশ আর্মেনিয়া। শুক্রবার (২১ জুন) দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘোষণা দিয়েছে। সেই সঙ্গে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে চলা ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে দেশটি। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোসহ গাজা ও রাফাহতে চলমান সহিংসতার অবসান ঘটাতে ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন দেশের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আর্মেনিয়ার এই পদক্ষেপকে দেখা হচ্ছে।

গত দীর্ঘ আট মাসে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে দখলদার ইসরায়েল। এরইমধ্যে ইসরায়েলি হামলায় ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। এছাড়া ৮৮ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। এই যুদ্ধ ও ইসরায়েলি অবরোধের কারণে গাজায় এখন ভয়াবহ মানবিক সংকট বিরাজ করছে।

এর আগে, ৩০ মে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে স্লোভেনিয়া সরকার। গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ এবং সব ইসরায়েলি বন্দির মুক্তিও দাবি করেছেন স্লোভেনীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এটা শান্তির বার্তা।' এর আগে, ২৮ মে ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় ইউরোপীয় দেশ স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড।

দেশগুলোর নেতারা জানান, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য তাদের দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপের দেশ আর্মেনিয়া ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তাদের বৈধ অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছে।

আর্মেনিয়ার এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে, যা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আর্মেনিয়ার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং এটি ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য একটি বড় অর্জন বলে অভিহিত করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

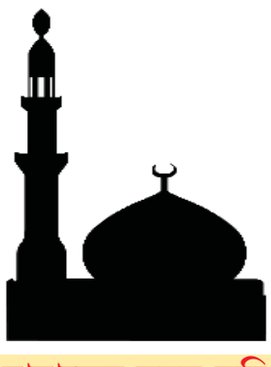

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২০	৪.৫২
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.১৭	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

ন্যাটোর পরবর্তী প্রধান হচ্ছেন মার্ক রুটে

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমা সামরিক জোট দ্য নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (ন্যাটো) পরবর্তী মহাসচিব হতে যাচ্ছেন নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে। ন্যাটোর নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে এগিয়ে থাকা রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট ক্লাউস ইওহানিস নিজের নাম প্রত্যাহার করায় জোটের পরবর্তী মহাসচিবের পদ নিশ্চিত হচ্ছে মার্ক রুটের। ক্লাউস ইওহানিস গত সপ্তাহের শেষে সামরিক জোটকে জানিয়েছেন, তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।

মায়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী সু চি সুস্থ রয়েছেন, জানাল মায়ানমার জান্তা

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চি সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন জান্তার একজন মুখপাত্র। সামরিক হেফাজতে থাকা সু চির জন্মদিন ছিল বুধবার। তিনি ৭৯ বছরে পা রাখলেন। ২০২১ সালে রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন সু চি। পরে তাকে বন্দী করে দেশটির সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রদ্রোহ, ঘুষ কেলেঙ্কারি, আইন লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন অভিযোগের মামলায় সু চিকে ২৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।

সু চিকে তার পরিবার বা অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর শুধু গত বছরের জুলাইয়ে থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সু চির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সু চির ছেলে কিম আরিস গত ফেব্রুয়ারিতে এএফপিকে বলেছিলেন, তিনি তার মায়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন। চিঠিতে সু চি তার অবস্থানের কথা জানিয়েছেন এবং তিনি (সু চি) 'মানসিকভাবে শক্ত' আছেন। সু চির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য না দিয়ে জান্তা সরকারের মুখপাত্র জ মিন তুন বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, আমি যত দূর জানি, তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন।

তুরস্কে দাবানলে নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বে কুর্দি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি গ্রামে গত রাতে বিশাল দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় পাঁচজন মারা গেছে এবং ৪৪ জন আহত হয়েছে।

দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিশাল এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলছে। একদিকে রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে আছে, অন্যদিকে প্রচুর ধোঁয়া উড়ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহরেটিন কোকা এক্সে লিখেছেন, অগ্নিকাণ্ড দিয়ারবাকির ও মারদিন প্রদেশের মধ্যে দুটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে পাঁচজন মারা গেছে এবং ৪৪ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা গুরুতর।

ঘটনাস্থলে সাতটি জরুরি দল ও ৩৫টি অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এ ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়ারলিকায়া বলেছেন, আগুনের সূত্রপাত হয় স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে।

দিয়াবাকিরের প্রায় ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণে খড় পোড়ানোর সময় প্রবল বাতাসের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পাঁচটি গ্রামকে প্রভাবিত করে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোরে আগুন ছড়িয়ে পড়লে তুরস্কের কুর্দিপন্থী ডিইএম পার্টি এক্সে এক পোস্টে কর্তৃপক্ষকে 'দ্রুত হস্তক্ষেপ' করার জন্য অনুরোধ জানায়। তাদের পোস্টে বলা হয়েছে, 'এখন পর্যন্ত স্থল থেকে হস্তক্ষেপ যথেষ্ট হয়নি। কর্তৃপক্ষকে সময় নষ্ট না করে আরো ব্যাপকভাবে ও আকাশ থেকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬৭ সংখ্যা, ৯ আষাঢ় ১৪৩১, ১৫ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

মৌলিক অধিকার

এই সভ্য পৃথিবী আমাদের কিছু সুন্দর শব্দ শিখাইয়াছে। যেমন–গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, গুড গভর্নেন্স ইত্যাদি। এই শব্দগুলি শুনিতে ভীষণ ভালো; কিন্তু বিশ্ব জুড়িয়া এই শব্দগুলির নামে যাহা চলিতেছে, তাহাকে প্রহসন ছাড়া আর কী বলা যাইতে পারে? সেই 'কতিপয়' শব্দের মতো এই শব্দগুলি শুনিতে ভালো লাগে; কিন্তু ভালো লাগিলেও সকল জায়গায় যদি 'কতিপয়' বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিপন্ন হয় নিজের পরিচয়। তখন 'পিতা' হইয়া যাইতে পারে 'কতিপয় পিতা'–যেমনটি এক অর্ধশিক্ষিত ছাত্র তাহার পিতাকে লিখিয়াছিল, 'কতিপয়' শব্দের মোহে পড়িয়া।

যথার্থ অর্থে, প্রকৃত গণতন্ত্র এখন সোনার পাথরবাটি, অধিকাংশ দেশেই নির্বাচন কমবেশি ম্যানুপুলেট হয়। তবে নির্বাচনে কে কীভাবে ক্ষমতায় আসীন হইলেন বা রহিলেন, সেই প্রশ্ন তুলিবার ধৃষ্টতা দেখাইবার পূর্বে সচেতন পর্যবেক্ষকরা বরং চিন্তিত নির্বাচন-পরবর্তী পুলিশের ভূমিকা লইয়া। কোথাও কোথাও ক্ষমতার দাপট-প্রভাব-প্রতাপ এবং প্রতিপত্তির উত্তাপ বিপজ্জনকভাবে প্রকাশ পাইতেছে ক্ষমতাসীনদের নীতি-কৌশলে। তাহারা মাস্তান রাখে। তবে মাস্তান তো চাহিলেই মাস্তানি করিতে পারে না। যদি পুলিশ পাশে থাকে, তাহা হইলে মাস্তানের ইশারাই হইয়া যায় পুলিশের জন্য নির্দেশনা। পুলিশ এখন কাহার বিরুদ্ধে মামলা দিবে, কাহাদের শাসাইবে, তাহা ঠিক হইতেছে মাস্তারদের অঙ্গুলিহেলনে। দেখা যাইতেছে, তৃতীয় বিশ্বের কোথাও কোথাও প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগও ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ লইয়া দলীয় কর্মীর মতো ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ যাহা দলীয় ক্ষমতায় করা সম্ভব নহে, তাহা প্রশাসনের মাধ্যমে করিয়া নেওয়া হইতেছে।

এইভাবে অনেক জনপদে নষ্ট হইতেছে 'দ্য বিউটি অব দ্য ইলেকশন' এবং 'দ্য বিউটি অব ডেমোক্রেসি'। প্রশ্ন হইল, ব্যুরোক্রেসির একটি বৃহৎ অংশ যদি দলীয় কর্মিবাহিনীর মতো কাজ করে, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেসি কেন সৃষ্টি হইল? ব্যুরোক্রেসির কাজই তো নিরপেক্ষ থাকা। নচেৎ গণতন্ত্র হইয়া উঠে যন্ত্রণা। কারণ গণতন্ত্রের মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সততা, আইনানুগতা এবং দক্ষতা–এই সকল কিছু মিলিয়া 'গুড গভর্নেন্স' তৈরি হয়।

কিন্তু ক্ষমতার মদমত্ত সাংঘাতিক জিনিস। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে জনগণের জন্য বিভিন্ন জনহিতৈষী প্রকল্প আর অর্থের নহর বহিয়া যাইতেছে! কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে–সেই অর্থ চলিয়া যাইতেছে গুটিকয়েক গোষ্ঠীর হাতে। সরকারের তথা জনগণের অর্থের যত লুটপাট হইতেছে, তাহা কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যেই ঘুরাফেরা করিতেছে, জনগণের নিকট এই অর্থের সুফল পৌঁছাইতেছে না।

স্বনামধন্য ফরাসি পণ্ডিত মন্টেস্কু তাহার 'দ্য স্পিরিট অব দ্য লজ' গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন–'অভিজ্ঞতা আমাদের অনবরত দেখাইতেছে যে–প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে, তিনি তাহা সুকৌশলে অপব্যবহার করিয়া চলেন এবং তাহাকে রুখিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাহার কর্তৃত্বপরায়ণতা বজায় রাখিয়া চলেন।'

বস্তুত, ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায় আইন ও নিয়মনীতি এবং জনহিতৈষীকে বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে কাজে লাগাইয়া যাহা করা হইতেছে, তাহা গণতান্ত্রিক বিশ্বের জন্য, বিশেষ করিয়া তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত বহন করিতেছে। কারণ, ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে সকলকে। এইভাবে এক বার দুই বার তিন বার কিংবা আরও অনেক বার হয়তো ক্ষমতা ধরিয়া রাখা যায়; কিন্তু গণতন্ত্রের খাল কাটিয়া যেই কুমির প্রবেশ করানো হইতেছে, তাহার অপূরণীয় ক্ষতি কোটি কোটি মানুষকে যুগ যুগ ধরিয়া বহন করিতে হইবে। সামান্য কয়েকটি জমানায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে যেই বিষবৃক্ষের চাষ করিতে হয় তাহাতে যেই লোকক্ষয়, রক্তক্ষয়, সম্পদ ক্ষয় হইবে–তাহার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। যেই দৃষ্টান্ত তৈরি হইল, তাহার ক্ষতি সুদূরপ্রসারী। ক্ষমতায় আসা-যাওয়া তো মহান আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা দান করেন। তিনি বলিয়াছেন–ধৈর্য অবলম্বন করিতে, দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করিতে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের জন্য ইহাই প্রধান দিশা।

ব্রিটেনের নির্বাচন: ক্ষমতা হারানোর ভোটে ব্যবধান কমানোই লক্ষ্য

ঠিক দুই সপ্তাহ পরের বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে এমন একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে, যাকে বলা চলে ক্ষমতাসীন দল আগাম পরাজয় মেনে নিয়েছে। ভোটারদের কাছে তাদের এখন প্রধান আকুতি বিরোধী দলকে যেন তাঁরা অতি সংখ্যাগরিষ্ঠতা (সুপারমেজরিটি) উপহার না দেন। তাহলে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নির্বাচনের আগের জনমত জরিপগুলোর ফল দেখে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রের আদর্শ যুক্তরাজ্যে। বিরোধীদের সুপারমেজরিটির বিষয়টি সামনে এনেছেন কনজারভেটিভ পার্টির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্র্যান্ট শ্যাপস। লিখেছেন **কামাল আহমেদ...**

আপনি এই লেখা যখন পড়ছেন, তখন থেকে ঠিক দুই সপ্তাহ পরের বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে এমন একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে, যাকে বলা চলে ক্ষমতাসীন দল আগাম পরাজয় মেনে নিয়েছে। ভোটারদের কাছে তাদের এখন প্রধান আকুতি বিরোধী দলকে যেন তাঁরা অতি সংখ্যাগরিষ্ঠতা (সুপারমেজরিটি) উপহার না দেন। তাহলে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নির্বাচনের আগের জনমত জরিপগুলোর ফল দেখে এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রের আদর্শ যুক্তরাজ্যে। বিরোধীদের সুপারমেজরিটির বিষয়টি সামনে এনেছেন কনজারভেটিভ পার্টির প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্র্যান্ট শ্যাপস।

প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক যদিও মুখের হাসি ধরে রেখে ভোটের আগেই পরাজয় মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তবু তাঁর নির্বাচনী প্রচার পদে পদে ধাক্কা খাচ্ছে। তিনি যা-ই করছেন, তা-ই তাঁর বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। এমনকি মঙ্গলবার তিনি ডেভনে কৃষকদের সঙ্গে কৃষিনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এক খামার পরিদর্শনের সময়ে ভেড়ার দলকে খাবার এগিয়ে দিতে গেলে ভেড়ার পালও উল্টো হাঁটা শুরু করে।

ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে কট্টর ডানপন্থী রিফর্ম পার্টির উত্থান। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বিচ্ছেদ-ব্রেক্সিটের অন্যতম কারিগর নাইজেল ফারাজ অবসরজীবনে ছেদ টেনে রিফর্মের নেতৃত্ব গ্রহণের পর কনজারভেটিভ পার্টির ভেতরেই শুরু হয়েছে অস্থিরতা। দলটির কেউ কেউ তাঁকে কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্বে দেখতে চান। আবার কেউ কেউ দলত্যাগ করে রিফর্ম পার্টিতেই যোগ দিয়েছেন। দলটির শ খানেক এমপি পুনর্নির্বাচনের ঝুঁকি না নিতে রাজনীতিকে বিদায় জানিয়েছেন।

জনমত জরিপের অন্তত একটিতে দেখা গেছে, নাইজেল ফারাজের পার্টি ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভদের থেকেও বেশি ভোট পেতে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে কনজারভেটিভ পার্টির অস্তিত্বই এখন হুমকির মুখে। একটানা ১৫ বছরের শাসনামলের অধিকাংশজুড়েই ছিল কৃচ্ছ্রের নীতি, যাতে সরকারি ব্যয় কমাতে নাগরিকসেবা ও সুবিধা কমেছে, করের বোঝা ও বৈষম্য বেড়েছে। নানা কারণে ভোটাররা দলটিকে কিছুটা শিক্ষাও দিতে চান বলে মনে হচ্ছে।

কনজারভেটিভ পার্টি ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এখন ভোটারদের কাছে মোটামুটি একই আহ্বান জানাচ্ছে যে বিরোধী দল লেবার পার্টির হাতে একচেটিয়া

কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। বামপন্থীদের যুক্তি, লেবার পার্টির বর্তমান নেতা কিয়ার স্টারমার কার্যত কনজারভেটিভ পার্টির চেয়েও বেশি রক্ষণশীল ও বাজারপন্থী। গ্রিন পার্টি, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টিসহ বামপন্থী বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে কিয়ার স্টারমার আসলে লাল পতাকার খোলসে নীল রঙের টোরি (কনজারভেটিভদের অপর নাম)। আবার ডানপন্থীদের কাছে কিয়ার স্টারমার সমাজতন্ত্রী, কেননা অতীতে তিনি বামপন্থী জেরেমি করবিনের নেতৃত্বে ছায়া মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

কিয়ার স্টারমারের প্রধানমন্ত্রিত্বের পথে অবশ্য কাঁটা হতে পারেন ফিলিস্তিনি গণহত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার বামপন্থী লেখক ও বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনকারী অ্যান্ড্রু ফিনস্টেইন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সংগঠক ছিলেন এবং ১৯৯৪ সালে সেখানকার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের হয়ে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং অর্থবিষয়ক একটি উপকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ত্র ক্রয় চুক্তিতে কথিত অনিয়মের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য তাঁর দাবি পূরণ না হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন।

লেবার পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবধান কমাতে তাই ছোট ও আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে কৌশলগত সমঝোতার উদ্যোগও আছে। লিবারেল ডেমোক্র্যাট, গ্রিন পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে যার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, তার প্রতি সমর্থন জানানোর উদ্যোগ আগামী কয়েক দিনে আরও বাড়তে পারে।

ক্ষমতার পালাবদল নির্বাচনের আগেই মোটামুটি নিশ্চিত বলে ধারণা প্রবল হচ্ছে। তবে লেবার ক্ষমতায় আসার আগেই তার প্রতিও যে ভোটারদের আস্থায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, সেটি কাটিয়ে ওঠা তাদের জন্য সহজ হবে না।

অ্যান্ড্রু ফিনস্টেইন এরপর যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং বৈশ্বিক অস্ত্র ব্যবসার ওপর অনুসন্ধানমূলক বই দ্য শ্যাডো ওয়ার্ল্ড: ইনসাইড দ্য গ্লোবাল আর্মস ট্রেড লেখেন। তিনি লেবার পার্টির নেতৃত্বের জন্য জেরেমি করবিনের সমর্থক ছিলেন। ইহুদিনিধনযজ্ঞ থেকে বেঁচে আসা পরিবারে তাঁর জন্ম এবং তাঁর মাতৃকুলের পরিবারের অনেকেই তখন নাৎসি বাহিনীর নিপীড়নে নিহত হন। পারিবারিক এই অভিজ্ঞতার কারণে তিনি ফ্যাসিবাদবিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ হন এবং ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

কিয়ের স্টারমারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রার্থী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ফিলিস্তিনের গণহত্যার বিরুদ্ধে লেবার পার্টির দৃঢ় অবস্থান নিতে অস্বীকৃতি। মূলত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার জবাবে গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে যখন গণহত্যা বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তখন স্টারমার এলবিসি রেডিওকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। এরপর গত ডিসেম্বরে পার্লামেন্টে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি গাজায় একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি তার প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানান। কিয়ার স্টারমারের এই অবস্থানের কারণে লেবার পার্টির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি গণহত্যাকে সমর্থনের অভিযোগ ওঠে। গত মে মাসে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অনেকেই লেবার পার্টি ত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন ও কয়েকজন বিজয়ী হন। সেই প্রতিবাদের ধারা অব্যাহত আছে এবং মুসলিম ও যুদ্ধবিরোধী ভোট কয়েকটি আসনে লেবার পার্টিকে সাফল্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে বলে ধারণা করা হয়। এ রকম প্রতিবাদী ভোটকে কাজে লাগাতেই মধ্য লন্ডনের হোবর্ন অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাস আসনে অ্যান্ড্রু ফিনস্টেইন কিয়ার স্টারমারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন।

অ্যান্ড্রু ফিনস্টেইনের প্রার্থিতায় লেবার পার্টির সাবেক নেতা জেরেমি করবিনের সমর্থকেরা ছাড়াও বামপন্থী গোষ্ঠীগুলো ও কয়েকটি তৃণমূল সংগঠন সমর্থন দিচ্ছে। অবশ্য লেবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভোটেও বিভাজন ঘটছে এবং তার অন্যতম কারণ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজন সাবেক কাউন্সিলর ওয়াইছ ইসলাম। অ্যান্ড্রু ফিনস্টেইনের সঙ্গেও বাংলাদেশের একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। তাঁর স্ত্রী সিমন সুলতানা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ও ব্র্যাক ইউকের সাবেক চেয়ারম্যান এবং ব্র্যাকের বৈশ্বিক পরিচালনা পরিষদের সদস্য। গাজায় ফিলিস্তিনি গণহত্যার বিষয়টি এ নির্বাচনে যে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে, কিছু আসনে তার আভাস পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত প্রথম ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলীর আসন এ রকম একটি। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় তাঁর কার্যালয়ের বাইরে বেশ কয়েক দিন টানা বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। কারণ, তিনি পার্লামেন্টে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থেকেছেন। তাঁর আসনেও একাধিক প্রতিবাদী প্রার্থী আছেন, যাঁদের কারণে তাঁর ভোট কমতে পারে। লন্ডনে আরও দু-একটি এবং মধ্য ও উত্তর ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি আসনেও লেবার প্রার্থীদের বিজয় ফসকে যেতে পারে প্রতিবাদী প্রার্থীদের কারণে।

ক্ষুব্ধ মুসলিম ভোটারদের ক্ষোভ প্রশমনে কিয়ার স্টারমার এবং তাঁর লেবার পার্টির প্রথম সারির নেতারা বেশ কিছুদিন ধরে গাজায় যুদ্ধবিরতির কথা বললেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের প্রশ্নটি এখনো এড়িয়ে চলেছেন। মঙ্গলবার এলবিসি রেডিওর এক অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের টেলিফোনের জবাব দিতে গিয়ে কিয়ার স্টারমার বলেছেন, তিনি বেতারের অনুষ্ঠানে বসে কোনো ঘটনা গণহত্যা কি না, এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

শিশুহত্যার কারণে ইসরায়েলকে কালোতালিকাভুক্ত করার কারণে সেখানে অস্ত্র বিক্রি নিষিদ্ধ করবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবেও তিনি আইনগত পরামর্শের কথা বলেছেন। তাঁর সর্বসাম্প্রতিক এসব বক্তব্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠনের বিষয়ে আস্থা বাড়তে থাকায় ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের প্রশ্নে তাঁর অবস্থানে আদৌ তেমন পরিবর্তন ঘটবে না।

লেবার পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবধান কমাতে তাই ছোট ও আঞ্চলিক দলগুলোর মধ্যে কৌশলগত সমঝোতার উদ্যোগও আছে। লিবারেল ডেমোক্র্যাট, গ্রিন পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে যার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, তার প্রতি সমর্থন জানানোর উদ্যোগ আগামী কয়েক দিনে আরও বাড়তে পারে।

ক্ষমতার পালাবদল নির্বাচনের আগেই মোটামুটি নিশ্চিত বলে ধারণা প্রবল হচ্ছে। তবে লেবার ক্ষমতায় আসার আগেই তার প্রতিও যে ভোটারদের আস্থায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, সেটি কাটিয়ে ওঠা তাদের জন্য সহজ হবে না।

কামাল আহমেদ সাংবাদিক

সৌ: প্র: আ:

চলমান শিক্ষাব্যবস্থা ও একটি আস্তাবলের গল্প

পাভেল আখতার

একটি ব্যবস্থা যখন মসৃণভাবে চলতে থাকে তখন সেটাই 'অভ্রান্ত' হিসেবে জনমানসে গেঁথে যায়। তখন স্রোতের প্রতিকূল ভাবনা অন্তর্ধান করে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটক 'গোড়ায় গলদ'-এ বলা বিনোদবিহারীর সেই কথাটার মতো। 'বিয়ে না করে করে বিয়ে না-করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে !' চলমান শিক্ষাব্যবস্থায়, বলা ভাল পরীক্ষাব্যবস্থায়, এখন ছোট প্রশ্নের আধিক্য, যাকে গালভরা ভাষায় বলে--'অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন', যার ক্ষতিকর দিকগুলি একসময় যথেষ্ট আলোচিত হলেও এখন কেবল নিটোল স্তব্ধতা। অর্থাৎ, ওই যে বলছিলাম, চলতে চলতে একসময় 'ভুল'টাই 'ঠিক' হয়ে যায়। বস্তুত, 'শিক্ষা' বস্তুটা যে আদতে কী সেটাই আমরা বুঝলাম না ! কিংবা, বুঝেও অবুঝের মতো পড়ে থাকলাম কী এক মোহে, এখানে যে মোহটার নাম সম্ভবত--'নম্বর, পরীক্ষায় নম্বর' ! নইলে, এটা তো দুর্বোধ্য কিছু নয় যে, শুধু 'তথ্য' মুখস্থ করা ও মনে রাখার নাম 'শিক্ষা' নয়। মূলত, চিন্তার বিকাশ ও তার স্ফুরণের কথাই 'শিক্ষা' শব্দটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু, চলমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিষয়টাই অবলুপ্ত। ফলে, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীকে 'তোতাপাখি' বানানোর যে বিরোধিতাটা করেছিলেন তা আর বন্ধও হ'ল না ! আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা অনেক নম্বর পাচ্ছে ; কিন্তু, কিন্তু...!!

এই অঢেল নম্বরপ্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত'র আবহেও ছাত্র ফেল করে। কিন্তু, ছাত্র কেন ফেল করে তার অনেক কারণ থাকলেও সেই অন্বেষায় না-গিয়ে 'ছাত্র কেন ফেল করবে, তাহলে শিক্ষকরা কেন আছেন'--এমন একটা 'প্রশ্ন'ই কেবল সমাজের ভেতরে আবর্তিত হয়। প্রশ্ন যদি 'সংবেদনশীলতা' থেকে সৃষ্ট হয় তাহলে প্রশ্নকর্তাও আপনমনে উত্তরটা একটু ভাবতে বসে। কেবল 'প্রশ্ন' ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে 'সংবেদনশীলতা' থাকে না। তাছাড়া, 'প্রশ্ন' করাটাও একটা 'দায়বদ্ধতা'। সেটা না-থাকলে 'প্রশ্ন' বস্তুটাই 'অর্থহীন' হয়ে যায়। ধরা যাক, 'বাজার' সম্পর্কে বা 'দ্রব্যমূল্য' সম্পর্কে কোনও রকম খোঁজখবর না-রেখেই একজনকে কেউ একশোটা টাকা আর তার হাতে একটা লম্বা ফর্দ দিয়ে বললেন, 'যাও, এগুলো নিয়ে এসো।' এবার সে যদি ফর্দ মোতাবেক সমস্ত কিছু কিনে আনতে না পারে, তাহলে কি তিনি তাকে বলবেন যে, 'তুমি তাহলে বাজারে কী করছিলে যে ঠিকমতো সবকিছু কিনতে পারোনি ?' প্রশ্নটা তখন হাস্যকর হয়ে যায় না কি ?

চলিত শিক্ষাব্যবস্থায় একটি ছাত্রের 'ফেল' করা কঠিন, 'পাশ' করা বরং সহজ। কথাটা 'অদ্ভুত' শোনালেও মূর্তিমান বাস্তব। পাঠক্রম, প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তর লেখা ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ধরনধারণ, মোটকথা সমগ্র পরীক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যারা অবহিত তারা এছাড়া আর কিছু বলতে অপারগ। বলাই বাহুল্য, এই অতি-সহজিয়া ব্যবস্থার আনুকূল্যেই কিন্তু পরীক্ষায় কমপক্ষে পাশের, এমনকি অতি-ভাল ফলাফলেরও 'হার' অত্যন্ত বেড়েছে। কিন্তু, এই দৃশ্যমান পটচিত্রের মাঝেও যেসব ছাত্র 'কঠিনতম কাজটি' করে ফেলে, অর্থাৎ 'ফেল' করে, তার জন্য 'দায়টা' তার হলেও সে সেই 'দায়টা' বহন করতে বাধ্য হয়। এমন বহু ছাত্র আছে, যারা কেবল

পরীক্ষার সময় পরীক্ষাটা দিতে স্কুলে আসে। তাহলে তারা কী করে ? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়--'ওরা কাজ করে'। আর, এই 'কাজ'-এর মাধ্যমে 'দারিদ্র' নামক অভিশাপের 'ওরা খেসারত' দেয় পরীক্ষায় 'ফেল' করে। ওদিকে যারা স্কুলে আসে তাদের অধিকাংশই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। তারাও দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে। তার সঙ্গে আছে বাড়িতে শিক্ষাচেতনা, সহায়তা ও প্রেরণার অভাব। বহু কারণ। অবশ্যই এই ছবিটি গ্রামবাংলার, যেখানে মূলত এই 'ফেল' ব্যাপারটা দৃশ্যমান।

শিক্ষিত, সচেতন ও সচ্ছল মধ্যবিত্তের ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের বৃহত্তর জগৎটাকে দেখলে হবে না ! কঠিন দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে দু'চারজনের তুমুল উজ্জ্বল ফলাফল দেখে 'লড়াই'-কেই যেভাবে অভিনন্দিত করার ঢেউ বইতে দেখি তাতে বলতে হয়, তাহলে যারা 'লড়াই' করতে পারল না এবং সেজন্য এই ঢালাও নম্বরপ্রাপ্তির বাজারেও ফেল করল, 'দোষ' কি কেবল তাদের মনে করা হচ্ছে বলেই এই অধ্যায়টা ভুলে থাকা ? অদ্ভুত ব্যাপার !

অপরদিকে বহিরঙ্গে চকচকে বেসরকারি ইস্কুলগুলির ভেতরটা কেমন ? তাদের গোড়াতেই যে গলদটা প্রকট তা হ'ল অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস। সিলেবাস রচনার প্রাথমিক শর্তই হ'ল, ছাত্রের বয়সের দিকে লক্ষ রাখা। অর্থাৎ, কোন বয়সের ছাত্র কি কি পড়বে। বেসরকারি ইস্কুলগুলি এর তোয়াক্কাই করে না। অপ্রয়োজনে হলেও 'অন্য প্রয়োজনে' গাদাগুচ্ছের বই দেওয়া হয়। আর, সেইসব বইয়ের ভিতরে চোখ রাখলে তো পিলে চমকে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে। ধরা যাক, প্রথম শ্রেণির একটি ছাত্রকে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার, পরিবেশ বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের বই। কী বলা যাবে ? বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল এসব তো আছেই। তা-ও যদি শিশুর মস্তিষ্কের উপযোগী হ'ত তাহলেও কোনও ব্যাপার ছিল না। এছাড়া হাতের লেখা, ছবি আঁকা এসবও আছে। একেবারে নির্মম বাস্তব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে। একটি সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। একজন বক্তা। শ্রোতাও একজন। আসলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরেও দেখা যায় যে, আমন্ত্রিত শ্রোতাদের আর কেউই আসেনি। বক্তা হতাশ হয়ে বললেন : 'এত গুরুগম্ভীর একটা বিষয়। কিন্তু, শ্রোতা কেবল আপনি। কী আর বলব !' শ্রোতা তখন বললেন : 'আমি একটা আস্তাবলের মালিক। সেখানে সাতটা ঘোড়া আছে। আমি ওদের একসাথেই খেতে দিই। যদি কোনও দিন সন্ধ্যের সময় শুধু একটা ঘোড়াই ফিরে আসে, বাকিরা দেরি করে, তাহলে আমি আর অপেক্ষা করি না। ওকে খাইয়ে দিই।' বক্তা ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে তার বক্তব্য শুরু করলেন। কিন্তু, ভীষণ সিরিয়াস সেই বক্তব্য আর শেষ হয় না। শ্রোতা ঝিমোয়। ঘুমে ঢলে পড়ে। বক্তা তার ঘুম ভাঙায়। আবার বক্তৃতা, আবার ঘুম। দীর্ঘক্ষণ পর যখন বক্তৃতা শেষ হয় তখন আস্তাবলের মালিক বলেন : 'যে ঘোড়াটা ফিরে আসে আমি শুধু তার জন্য বরাদ্দ খাবারটাই তাকে দিই। বাকি ছ'টা ঘোড়ার খাবারও তাকে খাইয়ে দিই না।'

'অসন্তোষের কারণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : ''বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না।'' এবং, শেষে উত্তরণের দিশা হিসেবে তাঁর এই কথাটিও স্মরণযোগ্য : ''যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।''

আমরা কি 'রাবীন্দ্রিক আলো' গ্রহণ করে 'মৃত্যুর হাত এড়াতে' প্রস্তুত আছি ?

গোড়ার কথায় আবার ফিরে আসি। আজ অধিকাংশ অভিভাবকের কাছেই পরীক্ষায় সন্তানের সাফল্য যতটা ঈপ্সিত, তাকে প্রকৃত 'মানুষ' করে তোলার প্রতি ঠিক ততটাই উদাসীনতা ! যার ফলে পরবর্তীকালে আমরা হয়তো বহু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পাচ্ছি, কিন্তু তাদের স্বরূপ কেমন ? একেকটা আত্মসুখসর্বস্ব নিছক অর্থ-উপার্জনের যন্ত্র মাত্র !

প্রথাগত শিক্ষার সাথে সাথে 'মানুষ' হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্বও যতদিন পর্যন্ত অনুভূত না হবে, ততদিন এই অবক্ষয়িত পরিস্থিতির অবসানও অকল্পনীয় ! মনে রাখা বাঞ্ছনীয়, 'শিক্ষা'র অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের চরিত্র গঠন করা। শিক্ষার্থীকে 'যথার্থ মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলা। তাকে পুঁথিগত বিদ্যার ভারবাহী গাধা গড়ে তোলা মোটেই 'শিক্ষা'র উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে চরম চারিত্রিক অধঃপতন, এমনকি হিংস্র পাশবিক প্রবৃত্তির স্ফুরণও আজকাল দেখা যাচ্ছে, তার মূলে আছে এই মৌলিক বিষয়টিকে একেবারে নির্বাসনে পাঠানো !

প্রথম নজর

বিরোধী সদস্যরা দল ছেড়ে তৃণমূলে এসে গড়ল নতুন পঞ্চায়েত প্রধান

নকীব উদ্দিন গাজী ● রায়দিঘি

আপনজন: মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত যা দখল করেছিল বিরোধীরা কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে ফলাফলের পরই ভেঙে গেল সেই বিরোধীদের গঠন করা পঞ্চায়েত। শুক্রবার দিন সেই পঞ্চায়েতের ভোট গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী শিবির থেকে প্রত্যেকেই যোগদান করল শাসক দলে। কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৫ টি সদস্য যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছিল ছটি অন্যদিকে বিরোধীদের পক্ষ থেকে বিজেপি দখল করেছিল পাঁচটি পঞ্চায়েত সিপিএম দখল করেছিল দুটি পঞ্চায়েত ও নির্দল দুটি এই সব মিলিয়ে নজন সদস্য মিলে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধীরা বোর্ড গঠন করেছিল। কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে শাসক দলের জয় লাভের পরই মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে বিরোধী শিবিরের নজন জয়ী সদস্যই যোগদান করে শাসক দলে। আর শুক্রবার দিন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই পঞ্চায়েতের নতুন করে বোর্ড গঠন করা হয়। প্রধান হলেন প্রশান্ত হালদার ও উপপ্রধান হলেন সুশান্ত মন্ডল।

সাংসদ বাপি হালদার বলেন, মথরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের বিরোধীরা তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে তারা রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কাজের শামিল হতে চায়।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর এর পঞ্চায়েতের বিজেপি নির্দল সিপিএম মিলে পঞ্চায়েত গঠন করলেও তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছিল না তাই তারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে বিরোধীদল ছেড়ে তৃণমূলের কংগ্রেসের যোগদান করে নতুন প্রধান গঠন করে আগামী দিনের কৃষ্ণচন্দ্রপুর এর এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করার সেই কাজগুলো করা হবে। সাধারণের মানুষের সঙ্গে কথা বলে কাজের অগ্রগতি আনা হবে।

স্বাধীনতার ৭৭ বছরেও গাররা গ্রামের কাঁচা রাস্তা পাকা হয়নি

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: স্বাধীনতার ৭৭ বছরেও পাকা হয়নি কাঁচা রাস্তা। দুর্ভোগে হাজার হাজার মানুষ। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টি হলেই এক হাঁটু কাদা জমে। তখন যানবাহন তো দূরের কথা,হেঁটে চলাচলও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। একটু বৃষ্টি হলেই সমস্যায় পড়ে শিক্ষার্থী ও বয়স্করা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকাবাসী। হেলদোল নেই প্রশাসন ও নেতৃত্বদের। ক্ষোভ এলাকায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাররা গ্রামে তিন কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। বাংলা বিহার সংযোগকারী ১০ টি গ্রামের মানুষের এই রাস্তাই একমাত্র ভরসা। এই রাস্তা দিয়ে বাংলার মিলনগড়, চোচপাড়া, চন্ডিপুরা,মাধাইপুরা,ভাটল,খড়মপুর ও বিহারের নেমল,ফুদগিপুর, আজিমনগর রেল স্টেশন,সালমারি ও কাটিহার সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। তবে এই রাস্তায় দেখা দিয়েছে বড় বড় গর্ত। সাইকেল যাওয়া তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে যাওয়ারও পরিস্থিতি এখন নেই। দীর্ঘ ৭৭ বছর ধরে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। প্রতি বর্ষা মৌসুমে একটু বৃষ্টি হলে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় কাঁদা ডিঙিয়ে বিদ্যালয় ও কলেজে যেতে হয়। রাস্তাটি পাকাকরণের দাবি এখন গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন এলে রাজনৈতিক নেতারা রাস্তাটি পাকা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে আর পাকা করার উদ্যোগ নেয়া হয় না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকবাসী। মাটির রাস্তা পিছল হয়ে যাওয়া প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটে। এই কাঁচা রাস্তা পাকা করার জন্য দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে গ্রামবাসীরা দাবি জানিয়ে আসছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ রাকিব বলেন,এই কাঁচা রাস্তা পাঁকা করার দাবি জানিয়ে স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন কে একাধিকবার জানানো হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে দিদিকে বল তে ফোন করে জানিয়ে ছিলাম। ব্লক প্রশাসন থেকে তদন্তে এসেও ছিল। তারপর থেকেও ওই অবস্থায় রাস্তাটি পড়ে রয়েছে। মোমতাজ আলি,মহম্মদ দিলসাদ রাজা ও মুন্সি সরেনরা বলেন,এই কঙ্কালসার রাস্তার জন্য গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স ও দমকল গাড়ি ঢুকতে পারে না। রোগী বা গর্ভবতী মায়েদের খাটিয়াতে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। স্কুলের পড়ুয়ারা সাইকেল নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না। বর্ষার সময় ২৫ কিলোমিটার ঘুরে যানবাহন চালকদের যাতায়াত করতে হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ এর বিডিও সৌমেন মন্ডল বলেন,রাস্তাটি তদন্ত করে জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। মালদহ জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম বলেন, লোকসভা ভোটের আগে ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে রাস্তাটি মাপজোক করা হয়েছে। স্টেট ফিনান্সের স্কিমে রাস্তাটি ধরা হয়েছে। ৩.৭ কিলোমিটার রাস্তাটি বছর খানেকের মধ্যে পাকা করা হবে।

হজের ফিরতি প্রথম উড়ান আজ, স্বাগত জানাতে তৈরি রাজ্য

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল বৈদ্য ● কলকাতা

আপনজন: চলতি বছরের হজ সম্পাদন করে হাজী সাহেবদের প্রথম উড়ানে ৩০৪ জন মেহমানকে নিয়ে আরব থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করতে চলেছে আজ,শনিবার। উল্লেখ্য,মে মাসের ৯ তারিখ ১৬৩ জন হজযাত্রী নিয়ে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল বাংলার হজ যাত্রীদের প্রথম কাফেলা। দীর্ঘ ৪৪ দিন বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ২২ জুন,শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে নামা প্রথম উড়ানের হাজীদের মোবারকবাদ জানাতে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম,সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব পি বি সেলিম, সচিব ওবাইদুর রহমান, বিশেষ সচিব শাকিল আহমেদ সহ বিশিষ্টজনেরা বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন।

হাজী সাহেবদের স্বাগত জানানোর সবরকমের বন্দোবস্ত ঠিক রাখতে দমদম বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হজ কমিটির আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা পরবর্তী বিমানবন্দর চত্বর পরিদর্শন করেন।

এইসময় উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের বিশেষ সচিব শাকিল আহমেদ, হজ কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক মহঃ নকি, রাজারহাট নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের অন্যতম পীরজাদা তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হজ্ব কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ, সদস্য কুতুবউদ্দিন তরফদার,পীরজাদা হাজী রাকিবুল আজিজ সহ এয়ার পোর্ট অথরিটি,জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক, সিভিল ডিফেন্স সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব শাকিল আহমেদ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দপ্তর প্রস্তুত হাজী সাহেবদের স্বাগত জানাতে। রাজ্য হজ কমিটি কার্যনির্বাহী আধিকারিকের নেতৃত্বে সদস্য ও অন্যান্য আধিকারিকরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চোরাই গয়না সহ চার দুষ্কৃতি পাকড়াও পুলিশের হাতে

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: চোরাই সোনার গয়না সহ চার দুষ্কৃতিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করলো হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস।পুলিস জানায়,চার দুষ্কৃতির নাম সনি ব্যাধ(৪০),রমেশ ব্যাধ (১৯),রাহুল ব্যাধ (২১) ও সিংহাসন ব্যাধ (৩০)।তাদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বারদুয়ারি রামনগর গ্রামে।বুধবার গভীর রাতে পুলিস পেট্রোলিং ডিউটি করার সময় এই চার ব্যক্তিকে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার রেলস্টেশন রোডে ঘোরাঘুরি করতে দেখতে পায়।সন্দেহ হওয়ায় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে চারটি সোনার কানের দুল পাওয়া যায়।আনুমানিক ওজন চার গ্রাম। এরপরই তাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় তারা ওই গয়নাগুলি তারা হরিশ্চন্দ্রপুর বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া একটি দোকানে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।এরপরই পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন,ওই গয়নাগুলির কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।তারা ওই গয়নাগুলি কিভাবে পেয়েছেন সেটা তদন্ত সাপেক্ষ।তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিজেপির ‘মিথ্যাচার’ নিয়ে বিজয় উৎসব থেকে তোপ শিউলির সাহার

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: কেশপুরে বিজয় উৎসব থেকে বিজেপির মিথ্যাচার নিয়ে তোপ দাগল রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা। এদিন বিজয় মঞ্চ থেকে নাম না করে বিজেপি নেতা হিরণের উদ্দেশ্যে বলেন, যিনি কেশপুরে দাঁড়িয়ে কেশপুরকে “পাকিস্তান” বলেছিলেন, তাকে আমি বিধানসভায় গিয়ে প্রশ্ন করব আপনি তো একজন জনপ্রতিনিধি, কিভাবে এই কথা গুলো বলেন? বিরোধী দলনেতাকেও এদিন শিউলি সাহা খেজুরির ঘটনা নিয়ে তোপ দাগেন। সেই সঙ্গে তিনি আরো বলেন, কেশপুরের বিজেপি নেতা তন্ময় ঘোষকে নিয়ে গিয়ে রাজভবনে বলেছেন কেশপুরে বিরোধীরা নাকি বাড়ি ছাড়া। এইসব মিথ্যাচার করে লাভ হবে না। একবার এসে দেখে যান, কেশপুরের মানুষ কত আনন্দে রয়েছে।

এদিন শিউলি আরো বলেন, কেশপুরে ৩৪ বছর বাম সরকারের আমলে কোন উন্নয়ন হয়নি, তাই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এতটাই হয়েছে তাতে কেশপুরের মানুষ আশীর্বাদস্বরূপ দীপক অধিকারী দেব কে এক লক্ষ্যেরও বেশি ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। তিনি বলেন গোটা কেশপুর জুড়ে ১০০ কোটি টাকার রাস্তা তৈরি হবে, ইতিমধ্যেই তা পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে জেলাশাসকের হাত দিয়ে বিডিওর কাছে সার্ভে করার চিঠি পৌঁছে গেছে। কেশপুরের মানুষকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বিপুল ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে আশীর্বাদ করার জন্য। এছাড়াও এদিন কেশপুর বিধানসভার সর্বোচ্চ ভোটে লিড দেওয়া মুগবসান অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের বিধায়কা তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা, ব্লক সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী, জেলার মহিলা সভানেত্রী তনয়া দাস, কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়ায় সহ সঞ্জয় পান, শ্যামল আচার্য, উত্তমানন্দ ত্রিপাঠী ও ব্লক ও অঞ্চলের নেতৃত্ববৃন্দ।

প্রদেশ কংগ্রেসের বর্ধিত জরুরি সভা মৌলালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্র সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের এক বর্ধিত জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে রাহুল গান্ধীকে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে চেয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় নেতৃত্ব, প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির নেতৃত্বসমূহের উপস্থিতিতে বিগত লোকসভা নির্বাচন, নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতি এবং সাংগঠনিক বিষয় সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর সভার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে করা হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী, সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, বি পি সিং, শরৎ রাউত, সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা ড.আব্দুস সাত্তার সহ অন্যান্য প্রদেশ এবং জেলা নেতৃবৃন্দ।

ভগবানগোলায় সকেট বোমা উদ্ধার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সপ্তাহ দু’য়েক আগে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার কান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চর বালিপাড়া এলাকায় চোর আতঙ্কে গুজব ছড়ায়। এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। ঘটনায় সন্দেহজনক ওই চোরকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। দু-সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই সেই একই স্থান থেকে দুটি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বালিপাড়া হাই স্কুলের কিছুটা দূরে এক ব্যক্তি ছাদে কাজ করার সময় নিচে পাটের জমিতে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। ব্যাগের কথা দু-সপ্তাহ ধরে পিকেটিংয়ে থাকা পুলিশদের জানান ওই ব্যক্তি। খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াডকে। বোম্ব স্কোয়াড সেই সকেট বোমা দুটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে।

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার সহ উদ্ধার ১৩ মৎস্যজীবি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: অবশেষে তিনদিন পর মিললো নিখোঁজ মৎস্যজীবিদের সন্ধান, মিললো ট্রলারটি।স্বস্তি পেল মৎস্যজীবিদের পরিবার।আর অবশেষে স্বস্তি,খোঁজ মিললো রায়দিঘির নিখোঁজ ট্রলার সহ ১৩ জন মৎস্যজীবী। কয়েকদিন আগে মৎস্যজীবীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের রায়দিঘিতে। মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ট্রলারটিরও।জানা যায়,গত ১৫ ই জুন শনিবার রায়দীঘির ঘাট থেকে ১৩ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল এফ বি মাতৃ আশিস নামে একটি ট্রলার। গত ১৭ ই জুন সন্ধ্যার পর থেকে আর তাঁদের সঙ্গে কোন ও ভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। অবশেষে তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার বাঘেরচরের কাছে হদিশ মিললো রায়দিঘির নিখোঁজ ট্রলারের।ট্রলারে থাকা ১৩ জন মৎস্যজীবীই সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গেল। মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের বাঘেরচরের কাছে ট্রলারটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। এমনকী স্যাটেলাইট সিস্টেম ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল না থাকায় ট্রলারটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। পরে উপকূলরক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সহায়তায় ট্রলারটির খোঁজ মেলে বলে শুক্রবার জানালেন ডায়মন্ড হারবারের সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ।এদিন ট্রলারটিকে নিয়ে আসা হচ্ছে রায়দীঘিতে। ১৩ জন মৎস্যজীবী সবাই সুস্থ আছেন বলে জানান তিনি।এর আগে খবর পাওয়া যায়, সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন ১৩ জন মৎস্যজীবী। হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না সেই ট্রলারটিরও। আর এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দ: ২৪ পরগনার সুন্দরবনের রায়দিঘি এলাকায়। উদ্বেগ ছড়ায় নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের মধ্যেও।

সমাপ্তি মুর্শিদাবাদ কবিতা মেলার, মহীয়ান হল বাঙালির আত্মপরিচয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: কবি, পাঠক ও সাহিত্য অনুরাগীদের প্রবল আবেগ, আগামী বছর আবার এই মেলা সংগঠিত করার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, এবং এই প্রবল গরমেও দুদিন ব্যাপী মেলার আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার উচ্ছ্বাস এবং এক প্রকার উন্মাদনার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় মুর্শিদাবাদ কবিতা মেলা-২০২৪; এই মেলা ১৫ জুন ২০২৪ ভারতের প্রথম ‘শিশু বইমেলা’র রূপকার নবতিপর নির্মল সরকার ও বর্ষীয়ান কবি শম্ভু ভট্টাচার্যের হাত ধরে উদ্বোধন হয়ে সাড়া ফেলে ছিল সারা শহরে। দ্বিতীয় দিনে, মেলা মঞ্চে, কবিতার নির্মাণ চর্চার বিভিন্ন ধারা নিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর আলোচনা করলেন বিশিষ্ট কবি সন্দীপ বিশ্বাস। তার আলোচনায় তিনি বিশেষভাবে উল্লেখিত করেন কবি উৎপাল গুপ্ত এবং কবি সুশীল ভৌমিকের অবদান। এছাড়া আলোচনা করেছেন কবি সমীর ঘোষ কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে নিয়ে ও অরূপ চন্দ্র আলোচনা করেন মনীশ ঘটক যুবনাশ্ব-কে নিয়ে।

উল্লেখ্য, মেলা কমিটি মেলার স্থানটির নামকরণ করেছিলেন “কবি উৎপল গুপ্ত-কক্ষ”; এবং মঞ্চের নামকরণ হয়েছিল কবি নাসের হোসেন ও কবি অমিতাভ মৈত্র’র নামানুসারে। মুর্শিদাবাদ জেলার কবিতা চর্চার ধারায় উক্ত তিন প্রয়াত কবির অবদান জেলাবাসী স্মরণে রাখবে।।

মুর্শিদাবাদ জেলার চারজন বিশিষ্ট কবিকে মেলা কমিটি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা সম্মানের সঙ্গে সংবর্ধিত করলেন। তাঁরা হলেন --- কবি নিখিল কুমার সরকার; তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে তাঁর হাতে সম্মাননা স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন এই মেলার সভাপতি ও কবি অরূপ চন্দ্র; কবি সন্দীপ বিশ্বাস-কে উত্তরীয় পরিয়ে হাতে সম্মাননা স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ইতিহাস গবেষক প্রকাশ দাস বিশ্বাস; কবি অরু চট্টোপাধ্যায়-কে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ; কবি সৈয়দ খালেদ নৌমান-কে উত্তরীয় পরিয়ে, সম্মাননা স্মারক ও মানপত্র প্রদান করে সম্মানিত করেন ড. মানবেন্দ্রনাথ সাহা। এই মেলার অন্যতম অভিনব আকর্ষণ অর্থাৎ ছড়ালেখা ও কবিতালেখা প্রতিযোগিতা এবং একইসাথে জেলার কবিদের রচিত কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। তাতে বিজয়ীদের সকলকে মেলার পক্ষ থেকে শংসাপত্র ও উপহার পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। জেলার ভূমিকন্যা বর্তমানে বসবাস অন্যত্র বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার সাবিনা সৈয়দ “মুর্শিদাবাদ জেলা কবিতা মেলা”র খবর পেয়ে মেলায় এসে কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন। মেলায় স্বরচিত কবিতা পাঠ কারী, আবৃত্তিকারীদের হাতে মেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক ও উপহার তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মেলার দ্বিতীয় দিনে বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রদীপ আচার্য কবিতা পরিবেশন করেন।

জল প্রকল্প চন্দনেশ্বর

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চন্দনেশ্বর গ্রামে জল স্বপ্ন প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করলেন জেলা পরিষদের সদস্য তপন কুমার মন্ডল। তিনি বলেন, চন্দনেশ্বর, ধোসা, পূর্ব চন্দনেশ্বর, সরদারপাড়া সহ একাধিক গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল। উপস্থিত ছিলেন ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সরদার, ভবেশ রঞ্জন চক্রবর্তী, ইসমাইল মোল্লা, ওবায়দুল্লাহ শেখ সহ প্রমূখ।

গ্রাহকদের টাকা আত্মসাৎ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করলেও সেই টাকা একাউন্টে জমা না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করেছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক বাবুপুর শাখার অধীনে এক সিএসপি এজেন্ট। বিষয়টি জানাজানি হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক বিষয়টি নিয়ে গাজোল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বাবুপুর শাখার ম্যানেজারকেও অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গ্রাহক। স্থানীয় বাসিন্দা ও সুধীর মুর্মু জানালেন, এক সিএসপি টাকা সংগ্রহ করে একাউন্টে জমা না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করেছেন।

করণদিঘীতে মুরগির ছানা বিতরণ কর্মসূচি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: করণদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এবং প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের সহযোগিতায় ব্লকের প্রায় ৫০০ জন উপভোক্তার মধ্যে প্রায় দশ হাজার মুরগির ছানা বিতরণ করা হলো শুক্রবার। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী দপ্তরের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মুক্তার আলম এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি খগেন দাস। শুক্রবার করণদিঘী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভবনে জমায়েত হন স্থানীয় বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। মুক্তার আলম স্বয়ং উপভোক্তাদের হাতে মুরগির ছানাগুলি তুলে দেন। করণদিঘী মৎস্য ও প্রাণী দপ্তরের স্থায়ী সমিতির কর্মদক্ষ মুক্তার আলম জানান, আমাদের মূল লক্ষ্য হল ব্লকের বাসিন্দাদের স্বাবলম্বী করা এবং পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করা। বিনামূল্যে মুরগির ছানা বিতরণের মাধ্যমে আমরা গ্রামবাসীদের ডিম উৎপাদনে সক্ষম করতে চাই। এতে তারা ভিন রাজ্য থেকে ডিম কিনতে বাধ্য হবেন না এবং সুলভ মূল্যে ডিম পাবেন। পাশাপাশি, প্রতিবন্ধী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা স্বাবলম্বী হতে পারবেন। ব্লকের বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেন, এই প্রকল্প আমাদের জন্য অনেক উপকার হবে। আমরা নিজেদের ডিম উৎপাদন করতে পারব এবং কিছু অতিরিক্ত আয়ও হবে। করণদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির এই উদ্যোগটি ব্লকের বাসিন্দাদের জন্য সুবিধা এনে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশাবাদী মুক্তার আলম।

হিজল পত্রিকা প্রকাশিত হল চম্পাহাটিতে

পার্থ কুশারী ● চম্পাহাটি

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চম্পাহাটিতে হিজল পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত ও বইপ্রকাশ, কবিতা পাঠ, গল্প ও প্রবন্ধ পাঠের আসর বসে চম্পাহাটি চিলড্রেন্স অন হ্যাভেন্স স্কুল প্রাঙ্গণে। হিজল পত্রিকার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এই পত্রিকাটির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর বার এসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান, চিত্র পরিচালক রাজ্ ব্যানার্জী, বিশিষ্ট সাংবাদিক শাজাহান সিরাজ প্রমুখ।

২০২৪ কোপা আমেরিকা

মেসি গোল করালেন, গোল মিসও করলেন, শুভসূচনা আর্জেন্টিনার

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনা ২-০ কানাডা

১৯৮৭ কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচটি ছিল আর্জেন্টিনা-পেরু। সেবারের আসরে প্রথম গোলটি ছিল ডিয়েগো ম্যারাডোনার। এরপরের কয়েকটি কোপার আসরে আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। তবে ২০১১ কোপায় সেই সুযোগ পেলেও টুর্নামেন্টের প্রথম গোলটি করেছিল বলিভিয়া। ম্যারাডোনার সেই গোলের ৩৭ বছর পর এবার কোপা আমেরিকায় প্রথম গোলের দেখা পেল আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় আজ কানাডার বিপক্ষে কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা শুভসূচনা করলেও একাধিক গোল মিস করেছে।

মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাকে গোল করতে দেয়নি কোপায় অভিষিক্ত কানাডা। দুই দলই গোলশূন্য থেকে বিরতিতে যায়।

বিরতির পর ম্যাচের ৪৯ মিনিটে থ্রো ইন থেকে বক্সের মধ্যে লিওনেল মেসির দারুণ এক পাস পান আর্জেন্টিনা মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক-অ্যালিস্টার। কানাডা গোলকিপার ম্যাক্সিম ক্রেপিয়াও তাঁকে বাধা দিতে আসার আগেই ডান প্রান্তে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজকে পাস দেন ম্যাক-অ্যালিস্টার। ডান পায়ের শটে গোল করে আর্জেন্টিনার হয়ে টানা ১৩ ম্যাচের গোলখরা কাটান আলভারেজ।

আর্জেন্টিনার দুটি গোলেই অবদান মেসির। ৮৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি এসেছে তাঁর সরাসরি পাস থেকে। মেসির থ্রু পাস থেকে বল ধরে গোল করেন আর্জেন্টিনার আরেক স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেজ। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুটি পরিষ্কার গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন মেসি।

প্রায় ৭১ হাজার দর্শকের সামনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এই ম্যাচে চার থেকে পাঁচটি গোল করতে পারত। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় দলের বিপক্ষে ৪৮তম কানাডা এই ম্যাচে ভুগবে, সেটা জানা কথাই। তবে কানাডার রক্ষণের প্রশংসা করতেই হয়। বিশেষ করে তাদের গোলকিপার ক্রেপিয়াও ও ডিফেন্ডার ডেরেক কর্নেলিয়াস ১৫বারের কোপা চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে অসাধারণ খেলেছেন। আলভারেজ গোল করার পরের মিনিটেই আরেকটি গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। বক্স থেকে তাঁর শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন ক্রেপিয়াও।

এই ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড (৩৫) গড়া মেসি ৫৭ মিনিটে কানাডার প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পেয়ে প্রায় শূন্য রক্ষণভাগ পেয়েও গোল করতে পারেননি। কর্নেলিয়াস এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দেন কানাডাকে।

৬৬ মিনিটে একইভাবে কানাডার প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পান মেসি। এবারের গোল মিসটি অবিশ্বাস্য। ফাঁকা মাঠে একাই বল টেনে কানাডার রক্ষণে ঢুকে পড়া মেসির সামনে ছিলেন শুধু গোলকিপার ক্রেপিয়াও। মেসির শট একবার সেভ করার পর বল ক্লিয়ার করতে পারেননি। ফিরতি বল মেসিই পেয়ে যান। এবার তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান কর্নেলিয়াস। অবিশ্বাস্যভাবে মেসি তাঁর গায়ে বল মেরে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। ৭৯ মিনিটেও মাঝমাঠে বল পেয়ে ফাঁকা চ্যানেল পেয়ে টান দেন মেসি। এবারও সামনে একা পড়ে যান ক্রেপিয়াও। মেসি চিপ করলেও বাঁ পোস্টের পাশ দিয়ে বল চলে যায়।

আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে শুরু ভারতের সুপার এইট

আপনজন ডেস্ক: আভাসটা রোহিত শর্মা টসের সময়ই দিয়েছিলেন। ইনিংস যত গড়াবে, ততই মন্থর হবে বার্বাডোজের ন্যাড়া উইকেট। সে জন্যই টসে জিতে ভারত অধিনায়কের আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়া বোলার ফজলহক ফারুকি গতকালও আফগানদের ভালো শুরু এনে দেন। রোহিতের উইকেট নিয়ে ভারতকে শুরুতেই চাপে ফেলেন এই বাঁহাতি পেসার। বিরাট কোহলি ও ঋষভ পন্ত অবশ্য শুরুর ধাক্কাটা সামলে নিয়েছিলেন। দুজনের সৌজন্যে পাওয়ারপ্লেতে ১ উইকেটে ৪৭ রান তুলে ফেলে ভারত। কিন্তু পন্তের পর দ্রুতই কোহলিও আউট হয়ে যাওয়ায় মাঝের ওভারে আবারও বিপদে পড়ে ভারত। সেখান থেকে ভারতকে টেনে তোলেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর ৫৩ রানের সৌজন্যে ভারত ৮ উইকেটে ১৮১ রান করে। আফগানদের জন্য যা বরাবরই কঠিন লক্ষ্য ছিল। রান তাড়ায় দলটি শেষ পর্যন্ত ইনিংসের শেষ বলে অলআউট হয়েছে ১৩৪ রানে। ৪৭ রানের বড় জয়ে সুপার এইট শুরু করেছে ভারত।

আফগানদের ইনিংসের শুরু থেকেই ভুগিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। পাওয়ারপ্লেতেই আফগানদের ৩ উইকেটের ২টি নিয়েছেন তিনি। দারুণ ফর্মে থাকা রহমানউল্লাহ গুরবাজের পর আক্রমণাত্মক হজরতউল্লাহ জাজাইকে ফেরান বুমরা। অক্ষর প্যাটেলের বলে থামে আফগান ব্যাটিংয়ের ভিত্তি ইব্রাহিম জাদরান। ২৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলা আফগানরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। মাঝের ওভারে গুলবাদিন নাইব (১৭) ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের (২৬) ৪৪ রানের জুটি আফগানদের রানটাকে এক শ'র ওপারে নিয়েছে। ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন বুমরা ও অর্শদীপ।

ভারত তাদের ইনিংসের শুরুতে রোহিতের (৮) উইকেট হারায়। ভারতের রান তখন ২.৪ ওভারে ১১। পন্ত এসে কাটিয়ে তোলেন সে পরিস্থিতি। তিনে নেমে প্রথম বলেই ফারুকিকে স্কয়ার লেগ দিয়ে চার মারেন এই বাঁহাতি। মোহাম্মদ নবীর করা পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে তুলে নেন আরও ৩টি চার। ভাগ্যও ভালো পন্তের। সে ওভারে তাঁর ক্যাচ ফেলেছেন নাভিন উল হক। পন্তের রান তখন ছিল ৪ বলে ১১।

পরের ওভারেই অবশ্য রশিদ এসে তাঁকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন। ১১ বলে ২০ রানে থামে পন্তের ইনিংস। নিজের পরের ওভারে তিনি তুলে নেন বিরাট কোহলিকে। ২৪ বলে ১ ছক্কায় ২৪ রান করে লং অফে নবীকে ক্যাচ দেন তিনি। ভারতের রান তখন ৩ উইকেটে ৬২।

শিবম দুবের (১০) ইনিংসও বড় হতে দেননি রশিদ। দলের বিপদের সময় সূর্যকুমার ও হার্দিক পান্ডিয়ার ৩৭ বলে ৬০ রানের জুটি রানটাকে দেড় শর ওপারে নিয়ে যায়। সূর্যকুমার ৫৩ রান করেছেন মাত্র ২৮ বলে, পান্ডিয়া করেছেন ২৪ বলে ৩৪ রান। শেষের দিকে অক্ষর প্যাটেলের ৬ বলে ১২ রানে ভারত ১৮১ রানে পৌঁছে যায়। আফগানদের হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন রশিদ ও ফারুকি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত: ২০ ওভারে ১৮১/৮ (সূর্যকুমার ৫৩, পান্ডিয়া ৩২, কোহলি ২৪, পন্ত ২০, অক্ষর ১২, দুবে ১০; রশিদ ৩/২৬, ফারুকি ৩/৩৩, নাভিন ১/৪০)।

আফগানিস্তান: ২০ ওভারে ১৩৪ (ওমরজাই ২৬, গুলবাদিন ১৭, নবী ১৪; বুমরা ৩/৭, অর্শদীপ ৩/৩৩, কুলদীপ ২/৩২, অক্ষর ১/১৫, জাদেজা ১/২০)।

ফল: ভারত ৪৭ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: সূর্যকুমার যাদব।

ইউরো ২০২৪: রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে স্লোভাকিয়াকে হারিয়ে ইউক্রেনের চমক

আপনজন ডেস্ক: ইউরোতে জমে উঠেছে গ্রুপ 'ই'-এর লড়াই। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামকে হারিয়ে চমক দেখানো স্লোভাকিয়া আজ হেরে গেছে ইউক্রেনের কাছে। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইউক্রেন হেরেছিল রোমানিয়ার কাছে। সেই হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ে ফিরেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে শুরুতে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়া ইউক্রেন শেষ পর্যন্ত জিতছে ২-১ গোলে।

ডুসেলডর্ফে এ ম্যাচে ফেবারিট হিসেবেই খেলতে নেমেছিল স্লোভাকিয়া। ম্যাচ জিতলেই শেষ ষোলো নিশ্চিত হতো তাদের। অন্যদিকে ইউক্রেনের জন্য এ ম্যাচ ছিল টিকে থাকার। এ ম্যাচে হারলে ইউরোতে টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রায়ই শেষ হয়ে যেত তাদের। এমন লড়াইয়ে শুরু থেকে চাপেও ছিল ইউক্রেন। স্লোভাকিয়ার আক্রমণের মুখে একরকম কোণঠাসা হয়েছিল তারা। ১০ মিনিটে দুবার এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসে স্লোভাকিয়ার সামনে। তবে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারা। গোল না পেলেও ইউক্রেন রক্ষণকে বেশ চাপে রেখেছিল স্লোভাকিয়া। যার ফল তারা শেষ পর্যন্ত পায় ম্যাচের ১৭ মিনিটে। ইভান শরানজের হেডে এগিয়ে যায় স্লোভাকরা। গোল খেয়েই যেন নতুন করে জেগে উঠে ইউক্রেন। স্লোভাক রক্ষণে বেশ কয়েকবার হানাও দেয় তারা। কিন্তু দেখা মিলছিল না কাঙ্ক্ষিত গোলটির। এর মধ্যে পোস্টে বল লেগেও হতাশ হতে হয় ইউক্রেনকে। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় তারা।

বিরতির পর যেন নতুন এক ইউক্রেনের দেখা মেলে। ম্যাচে ফেরার জন্য রীতিমতো নিজেদের উজাড় করে খেলে তারা। ৫৪ মিনিটে যার ফলও পেয়ে যায় আন্দ্রেই শেভচেঙ্কোর উত্তরসূরিরা। প্রতি আক্রমণ থেকে মাইকোলা শাপারেনকোর দারুণ এক গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় ইউক্রেন। ম্যাচে সমতা আসার পর রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে এই দ্বৈরথ। দুই পক্ষই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এ সময়। তবে স্লোভাকিয়াকে স্তব্ধ করে ৮০ মিনিটে পাশার দান উল্টে দেয় ইউক্রেন। রোমান ইয়ারেমচুকের দারুণ এক গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তারা। শাপারেনকোর ক্রস থেকে পাওয়া বলকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিঁখুত ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ইয়ারেমচুক। শেষ দিকে চেষ্টা করেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি স্লোভাকিয়া। ২-১ গোলের হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

ইউরো ২০২৪: আত্মঘাতী গোলে চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় স্পেন

আপনজন ডেস্ক: ইউরোর 'গ্রুপ অব ডেথ' নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে আজ একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল দুই পরাশক্তি স্পেন ও ইতালি। এ ম্যাচে জিতলেই নিশ্চিত শেষ ষোলো, এমন পরিস্থিতিতে স্পেনের সামনে অবশ্য পাত্তা পায়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালি। ম্যাচটি স্পেন আত্মঘাতী গোলে ১-০ ব্যবধানে জিতলেও, এ ফল মোটেই সঠিক চিত্র তুলে ধরছে না।

ম্যাচে স্পেনের গতিময় ও আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে ছিল ইতালি। নিকো উইলিয়ামস, লামিনে ইয়ামাল, পেদ্রি এবং আলভারো মোরাতারা ম্যাচজুড়ে ছিলেন অনন্য। রক্ষণে দৃঢ়তা না দেখালে এবং গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা বারবার ত্রাতা না হলে এ ম্যাচে ইতালির হারের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত।

প্রথম ম্যাচে ২৩ সেকেন্ডে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল ইতালি, শালকের মাঠে আজ ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই গোল হজম করতে পারত তারা। তবে বক্সের ভেতর পেদ্রির হেড দারুণ দক্ষতায় বাইরে পাঠিয়ে দলকে উদ্ধার করেন দোন্নারুম্মা। গোল না পেলেও দ্রুত আরও কয়েকবার ইতালির রক্ষণে আক্রমণ চালায় স্পেন।

বিশেষ করে বাঁ প্রান্তে নিকো উইলিয়ামস ছিলেন দারুণ গতিময় ও অপ্রতিরোধ্য। তাঁকে থামাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছিল ইতালিকে। এর মধ্যে ১০ মিনিটের মাথায় গোলের কাছাকাছি গিয়ে হতাশ হয় ইতালি। একটু পর পাল্টা আক্রমণে দারুণ একটি সুযোগ মিস করেন উইলিয়ামস। আলভারো মোরাতার ক্রসে তাঁর হেড অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। স্পেনের গতি ও প্রেসিংয়ের ঝড়ে শুরুতে সংগ্রাম করলেও, ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ইতালি। পাল্টা আক্রমণে কয়েকবার স্পেনের রক্ষণে হামলার চেষ্টা চালায় তারা। তবে গোলের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি ইতালিয়ান ফরোয়ার্ডরা। শুরুর ঝড়ের পর স্পেন মনোযোগ দেয় বলের দখল রেখে আক্রমণে যাওয়ার দিকে। এ সময় বল পেতেও বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল লুসিয়ানো স্পালেত্তির দলকে। এর মধ্যে আকস্মিকভাবে প্রতি-আক্রমণে গেলেও ভুল সিদ্ধান্ত ও ভুল পজিশনিংয়ের কারণে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ইতালির খেলোয়াড়রা।

ফ্রান্সের পতাকার নকশাকৃত মাস্ক পরে খেলতে পারবেন না এমবাপ্পে। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার পরিচালনা পরিষদের নিয়ম অনুযায়ী, বিশেষ ছাড়পত্র ছাড়া কেউ এক রঙের মাস্ক ব্যতীত অন্য কোনো মাস্ক পরে খেলতে পারবেন না।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

পাকিস্তান: ভবিষ্যদ্বাণী করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে

আপনজন ডেস্ক: অপেক্ষাটা ১৫ বছরের। সর্বশেষ বিশ্বকাপ ট্রফি সেই ২০০৯ সালে। হিসাবের বাইরে থেকে যেবার ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ইউনিস খানের পাকিস্তান। বিশ্বকাপের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা ঘোচানোর দায়িত্ব এবারও সেই বাবর আজমের কাঁধে। সেই বাবর, যাঁকে গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর পারলে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দল থেকেই বাদ দিয়ে দেয়! পাকিস্তানের ক্রিকেটে অনিশ্চয়তার আরেকটি উদাহরণ হয়ে বিশ্বকাপে আবারও সেই বাবরই অধিনায়ক। বিশ্বকাপে বাবরের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা দলের পেস আক্রমণ। শাহিন শাহ আফ্রিদি, নাসিম শাহ, হারিস রউফ-এই তিন পেসারের যে কেউ একাই ম্যাচের ভাগ্য লিখে দিতে পারেন। যেকোনো বিচারেই এই তিনজনকে নিয়ে সাজানো পেস আক্রমণ সমীহ জাগানোর মতো। পাকিস্তানের পেস বিভাগ আরও শক্তিশালী হয়েছে অবসর ভেঙে চার বছর পর মোহাম্মদ আমির ফেরায়। অভিজ্ঞতায় যিনি বাকি তিনজনের চেয়ে অনেক এগিয়ে। পেস আক্রমণ পাকিস্তানের বড় শক্তি। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট স্পিনও বড় ভূমিকা রাখবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে এই চার পেসারের মধ্যে হয়তো খেলবেন যেকোনো তিনজন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সবচেয়ে দুশ্চিন্তার জায়গা খুঁজতে গেলে ব্যাটিংয়ের কথাই বলতে হবে। পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ওপেন করেছেন বাবর ও রিজওয়ান জুটি। রানের হিসাবে তাঁরা সফল। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ওপেনিংয়ে সবচেয়ে বেশি রান তাঁদের। দুজন গড়েছেন ৮টি শতরানের জুটি। তালিকায় দ্বিতীয় রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানের শতরানের জুটির সংখ্যা যেখানে এর অর্ধেক। তবে বাবর-রিজওয়ান দুজনের কারও ব্যাটিংয়েই আধুনিক টি-টোয়েন্টির মেজাজ সেভাবে নেই। পাওয়ারপ্লের সর্বোচ্চ সুবিধা নেওয়ার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ কারণেই বাবর অধিনায়কত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর গত জানুয়ারিতে সাইম আইয়ুবকে ওপেনিংয়ে আনা হয়েছে। সেই নিউজিল্যান্ড সিরিজে বাবর ব্যাটিং করেছেন তিনে। বাবর অধিনায়কত্ব ফিরে পাওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই আরেকটি সিরিজে সাইমের সঙ্গে তিনি ওপেন করেন, ৩ নম্বরে নেমেছেন রিজওয়ান। বিশ্বকাপে সাইমকেই ওপেনিংয়ে রেখে দেওয়া হবে, নাকি আবারও বাবর-রিজওয়ানে ফিরে যাবে পাকিস্তান-এ নিয়ে তাই কৌতূহল থাকছে। ওপেনার ফখর জামান মিডল অর্ডারে কতটা কার্যকর, সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। মিডল অর্ডারে ইফতিখার আহমেদ ছাড়া ওই অর্থে কোনো অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান নেই। অলরাউন্ডার শাদাব খান ও ইমাদ ওয়াসিমকে তাই নিতে হবে বাড়তি দায়িত্ব। পাকিস্তান ভুগতে পারে স্পিন বিভাগ নিয়েও। টি-টোয়েন্টিতে প্যাকেজ হিসেবে শাদাব কার্যকর একজন ক্রিকেটার। তবে লেগ স্পিনার হিসেবে তাঁর উইকেট নেওয়ার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। অবসর ভেঙে ফেরা ইমাদও বল হাতে ততটা আক্রমণাত্মক নন। সে কারণে স্পিন বিভাগের শক্তি বাড়াতে পাকিস্তান বিশ্বকাপ দলে নিয়েছে অনভিজ্ঞ লেগ স্পিনার আবরার আহমেদকে।

পাকিস্তান দল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা শুধু কঠিন নয়, অনেকটা অসম্ভব বটে। বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দলের বিপক্ষে সিরিজ হারতে হারতে ড্র করেছে, হেরেছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে—তারপরও পাকিস্তান চলে যেতে পারে বিশ্বকাপ ফাইনালে।

স্কোয়াড

বাবর আজম
অধিনায়ক, ব্যাটসম্যান
মোহাম্মদ রিজওয়ান
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
শাহিন আফ্রিদি
বাঁহাতি পেসার
আবরার আহমেদ
লেগ স্পিনার
আজম খান
উইকেট-কিপার ব্যাটসম্যান
ফখর জামান
ব্যাটসম্যান
হারিস রউফ
ফাস্ট বোলার
ইফতিখার আহমেদ
ব্যাটসম্যান
ইমাদ ওয়াসিম
অলরাউন্ডার
আব্বাস আফ্রিদি
পেসার
মোহাম্মদ আমির
বাঁহাতি পেসার
নাসিম শাহ
পেসার
সাইম আইয়ুব
ব্যাটসম্যান
শাদাব খান
অলরাউন্ডার
উসমান খান
ব্যাটসম্যান

বিশ্বকাপ জেতার বিশ্বাসে আছে উইন্ডিজ কোচ

আপনজন ডেস্ক: গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচের সবকটিতে জিতে সুপার এইটে উঠেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় ধাক্কা খেয়েছে ক্যারিবিয়ানরা। ইংল্যান্ডের কাছে ৮ উইকেটের বড় হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেমিফাইনালের স্বপ্ন কিছুটা হলেও কঠিন হয়েছে। তবে এখনই আশাহত হচ্ছেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোচ ড্যারেন স্যামি। তিনি জানিয়েছেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে এখনো বিশ্বকাপ জেতার ব্যাপারে আশাবাদী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্যামি বলেছেন, 'এটা খেলার অংশ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হার)। এই হার আমাদের উদ্যম কমাতে পারবে না। আমরা এখনও বিশ্বাস করি, আমাদের এমন একটি দল আছে, যারা এই বিশ্বকাপ জিততে পারে, ড্রেসিংরুমে যখন ছেলেদের সঙ্গে কথা বলব, তখন ঠিক এটাই বলব আমরা বারবাডোজে যাব, সেখানে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে জিতব। তারপর অ্যান্টিগায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ আছে।' বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৬.৩০ মিনিটে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেমির লড়াইয়ে টিকে থাকতে এই ম্যাচ জয়ের বিকল্প নেই ক্যারিবিয়ানদের। নিজেদের ভাগ্য এখনো নিজেদের হাতে আছে জানিয়ে স্যামি বলেছেন, 'কেউ বলেনি কাজটা সহজ হবে। টুর্নামেন্টে দারুণ সব দল আছে। আজ আমরা বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে খেলেছি এবং তারা আমাদের চেয়ে ভালো করেছে। তার মানে এই নয় যে, আমাদের টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ভাগ্য নিজেদের হাতেই আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি, এই টুর্নামেন্টে আমরা জিততে পারব।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**